KAAK

& MAHURAN

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

কাক

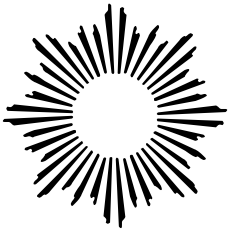

গার্গী ভট্টাচার্য

গল্পের গরুদের, যারা গাছে ওঠে !!!

এই বইটি আমি পান্ডুলিপি আকারে প্রকাশ করলাম। কাক ও মহরণ দুটো নভেলাই ম্যানুস্ক্রিপ্ট হিসেবে ছাপা হচ্ছে। ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। এই পদক্ষেপের কারণ হল বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করা; লেখক চরিত্র বোঝা যা পান্ডুলিপি দেখলে অনুমান করা যায়!

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে লেখিকা এখানে নিজেকে মেলে ধরেছেন; বিচারক -পাঠকের জন্য।

কাক

ময়ূরের ব্যবসায়ী ; আম্রপালির বাবা রঘুবরণ । মা শ্রীবিদ্যা , বাজির ফ্যাক্টরি চালায় । দুজনেই কাজ করে নিজ নিজ কারখানায় । সেল্ফ্ এম্প্লোয়েড । ওদের একমাত্র মেয়ে আম্রপালি সাধারণ মেয়ে হলেও ভক্তিমূলক নাটকে লিড্ রোলে অভিনয় করে ।

রামনবমীর সময় কিংবা জন্মাষ্টমি ও হোলিতে সে সীতা, রাধিকা ,জগদম্বা হয়ে পথে ঘোরে । লোকাল শোতেও নিয়মিত ডাক পায় । বেশ নাম হয়েছে । এমন সুন্দর কাজ করেছে যে লোকে প্রতিদিন সকালে এসে ওকে পুজো করে । পুরোহিতেরা এসে ওকে আগে ফুলমালা ও প্রসাদ দেয় । পরে মন্দিরের বিগ্রহ সেগুলো পায় । এমনই ভক্তিরসের মাধুরী ছড়িয়েছে সে আকাশে বাতাসে ।

গল্পের নায়িকা এই আম্রপালি । মাত্র ১৯ বছর বয়সে যে নাটুকে জীবনের জন্য সাফল্য পেয়েছিলো !

আম্রপালির ডাকনাম গুব্বি । গুব্বিকে দেখতে খাসা । বড় বড় টানা টানা দুই চোখ । ফর্সা আর লম্বা । বিরাট বেণী দুলিয়ে হাঁটে । গুব্বি ওর জনপ্রিয়তা উপভোগ করে ।

শৈশব থেকে ময়ূরের সাথে বেড়ে ওঠে । ও ময়ূরের ডিম ও মাংস খেতে বিশেষ পছন্দ করে । আর মায়ের কারখানায় কতনা রঙীন বাজির দেখা পেয়েছে । লোকে খুব কেনে । মা ওর নামে অনেক বাজির নাম রেখেছে । ভাই অনেক পরে এসেছে । তার নামেও বাজির নাম হয় । বিয়ে, উৎসব, ফাংশান, জন্মদিন, পুজো আর খেলার শেষে পোড়ানোর জন্য লোকে বাজি কেনে । এক্সপ্লোসিভ্ এইসব বস্তু খুব যত্ন করে রাখে নিজের ঘরে , গুব্বি । গুব্বি নামেও বাজি আছে । শুধু ক্রেতারা জানেনা যে এটা আম্রপালি অর্থাৎ ওদের মানুষী দেবীর নাম !

ঐশ্বর্য্য রাই যে কান্স্ ফিল্ম উৎসবে এবার সিন্ডেরেলার মতন আকাশী পোশাকে গেলো সেটা নিয়ে আলোচনা করে আম্রপালি বা গুব্বি !

কেন সে দেবী হলনা , এত সৌন্দর্য্য নিয়েও ?

সরস্বতী, লক্ষ্মী কিংবা দুর্গা অনায়াসে হতে পারতো সে । এইসব বিদেশী পোশাকে না গিয়ে ও যেতে পারে দেবীর পোশাকে ; তাহলে লোকে ওকেও পুজো করবে ফুল , চন্দন দিয়ে !

পরের বার, কান্সে লোকে কেবল পোশাক দেখবে । অভিনেত্রী কোথায় জানতে চাইলে শুধু পোশাকটাই দেখবে লোকে ;কারণ মেয়েটি ওখানে (ভেতরে) আদৌ নেই !

এইসব জোক্ করে ওরা । গুব্বি আর ওর বন্ধুরা ।

বাসে যদি কোথাও যায় , রাতভর তখন ওরা লুডো খেলে , গানের লড়াই ও হাতে হাত মেরে তালির মতন কবিতা বলে ।

মাত্র ১৯ বছরেই গুব্বি একজন সম্মানিত ব্যাক্তি !

ওর মা বলে :: আমার মেয়ে এখনই স্টার !

দেখোনা কত লোকে ওকে ছুঁতে চায় !

বাজির ফ্যাক্টরি চালানো শ্রীবিদ্যা রসায়ন শ্রাস্ত্রে পন্ডিত । স্বামী পোল্ট্রি বিশারদ্ । তাই দুজনে দুইরকম সংস্থার মালিক । পোল্ট্রি মানে কেবল মূর্গি নয় , হাঁস, টার্কি , কোয়েল, ময়ূর সবই ওর আওতায় পড়ে । ময়ূরের পালক মনোরম, ঘর সাজাবার জিনিস । ময়ূরের মাংস পুষ্টিকর আর ডিম খেতে ভালো । কাজেই ময়ূর একটি অনবদ্য পোল্ট্রি । রাজাগজারা নাকি এর মাংস খায় । স্বাদ ভালো আর অভিজাত । রান্না করা ময়ূরটি নাকি সাজানো হয় ওর অপরূপ পালকের সাথে । রং বেরং এর পালকের মাঝে রোস্ট করা ময়ূর ! কিংবা ময়ূরের বিরিয়ানি , সঙ্গে রং জোছনার বর্ষা !

মৃত ময়ূরটি যেন পেখম মেলেছে রং বৃষ্টির কারণে । দয়িতার সন্ধানে ঘোরে মৃতপুরীতে ।

কদম বনে বৃষ্টি নাম এ, রং বৃষ্টি !

লাল, নীল, সবুজ, মেটে , সোনালি রং !! কোনো বনজ রমণীর মাথায় গোঁজা ময়ূরের পালকে নামে বর্ষা !

ময়ূর তো অনেক রকমের হয় । তার মধ্যে আম্রপালির বাবা রঘুবরণ ও মা শ্রীবিদ্যা ; রামধনু রং আর সাদা ময়ূরের চাষ করে ।

কেকাধ্বনি আর অপূর্ব পেখমের সমাহারে মেতে ওঠে গুব্বির ভুবন । উঠছে , শৈশব থেকেই ।

গুব্বি অসম্ভব গুণী হলেও ওর কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিলো না । কাউকেই ওর ভালো লাগতো না ।

ও আরো বেশি কিছু খুঁজতো একজন সঙ্গীর কাছে ফলে সবাই ওর লিস্টের বাইরেই চলে যেতো ।

শুধু বিভোর নামক একটি ছেলে ওকে দেখলে হাঁ করে থাকতো । ওদের দলে আনহোনি বলে একজন পান্ডা আছে । সে নির্দেশক । তারই চাম্চা ঐ বিভোর ।

বিভোর বাঙালী ছেলে । ওরা প্রবাসী তাই এখন নিজেদের আর বাঙালী বলেনা । বলে :: হিন্দুস্থানী ।

বিভোরকে ওর মা শ্রীবিদ্যা ভারি পছন্দ করে ।

শ্রীবিদ্যার বাজির কারখানায় যারা কাজ করে তারা সবাই বামন । ওদের মধ্যে নাকি ক্যান্সার আর মধুমেহ রোগ নেই । জিনের কারণে । নিজেদের মধ্যে ওরা বিয়েশাদি করে । ইরানের লুপ্ত বামনগ্রাম Makhunik কিংবা ব্রাজিলের বেঁটেমানুষ ও তাদের বাসস্থান অথবা Laron dwarfism এ আক্রান্ত বামনেরা যাদের ক্যান্সার ও মধুমেহ নেই বলে গবেষকেরা ওদের নিয়ে গবেষণা করছে ; যাতে সাধারণ মানুষের ক্যান্সার একটি হরমোন দিয়ে সারিয়ে ফেলা যায় ঠিক তাদেরই মতন এই মানুষেরা যারা শ্রীবিদ্যার বাজি কারখানায় কাজ করে । **এদের রাইসিনা গ্রাম থেকে ধরে এনেছে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে কিছু এজেন্ট ।** আপাততঃ এরা সবাই বাজি কারখানায় কাজ করে । একটি গ্রাম করে দেওয়া হয়েছে যেখানে ওরা থাকে । **সেই গ্রামের নাম গুটলি ।** গুব্বি সেখানে মাঝে মাঝে যায় । ওর মজা লাগে ওদের দেখে । যারা বাজির কাজ করেনা তারা ওখানে নানান কৌশলে খেলা দেখিয়ে পয়সা কামায় । অনেকে ওখানে এসে ওদের দেখে একচোট্ হাসে । বদলে পয়সা দেয় ।

অনেকে ওদের টিপে টুপে দেখে । তারও দাম দিতে হয় । কড়ি দিয়ে কিনে নেওয়া, বামনের স্বাদ !!

ওদের কাতুকুতুও দেওয়া যায় ; তার ফিস্ আলাদা । ওদের বাচ্চা হয় ওদের থেকেও ক্ষুদ্র । সেও এক দেখার জিনিস । গুব্বি ওদের ওখানে যায়, ওরা বাচ্চা দিয়েছে নাকি দেখতে । অনেকটা পোষা বিড়ালের মতন ।

গুব্বিকে ওরাও খুব ভালোবাসে । বাইরের লোকে জানেনা এইসব কর্মীদের কথা খুব একটা ।

শিশু শ্রমিক নাহলেও ওরা ক্ষুদ্র প্রজাতি বলে খায় ও পরে কম জামাকাপড় তাই অনেক কম মাইনে পেলেও ওদের চলে যায় তবে শ্রীবিদ্যার মতন হিংস্র মহিলা ওদের অন্যভাবে দেখাশোনা করে । এক তো বামন গ্রামের জন্য অনেকে বিরক্ত । ওদের কম ক্ষমতার জন্য ওদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে যা অমানবিক । দ্বিতীয়তঃ গুটলি গ্রামে ওদের ওপরে লেঠেল চড়াও হয় । প্রতি সপ্তাহে পিটুনি দেয় । বলা হয় :: সাইজে রাখা হচ্ছে ।

কাজে ফাঁকি দিলে দৈহিক অত্যাচার , চোখ খুবলে নেওয়া আর হাড়গোড় আস্ত না রাখা খুবই কমন গুটলি গ্রামে । ওখানে বাইরের কেউ আসেও না ।

গুব্বির বাবা ও মা ওদের শহরের নামী ব্যবসাদার তাই কেউ সন্দেহও করেনা কিছু ।

অমানুষিক অত্যাচার-এ কখনো বা ওরা নিহতও হয় । লাশ ফেলে দেওয়া হয় কোনো খানা খন্দরে ।

সাইজে ক্ষুদ্র হওয়াতে অনেক সুবিধে । শিশু বলেও চালিয়ে দেওয়া যায় ।

শ্রীবিদ্যা ; এরকম স্যাডিস্টিক্ কেন কেউ জানেনা । অসম্ভব অহংকারী ও নির্দয় । কেউ ওকে মা তো দূরের কথা মহিলা হিসেবে ভাবতেও দ্বিধা করে ।

শ্রী কেবল নিজেকে ভালোবাসে । আর মেয়ে গুব্বিও ওর পরম আপনজন । স্বামীকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও সে পরম বিশ্বাসভাজন । আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে বলে :: বলো বলো সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মহিলা কে ???

ওদের ফার্মে ময়ূরেরা বরং অনেক আরামে আছে । ওদের নিজেদের হাঁটু সমান খাঁচা আছে । কেউ কেউ আবার কম উঁচু গাছে চড়ে বসে । কেউ বা নেচে কুঁদে বেড়ায় । আর বর্ষাবরণ করে রং বেরং এর পালক মেলে । চমৎকার তার শোভা । আম্রপালি চোখ মেলে চেয়ে থাকে আর বিভোর হয় ওর বন্ধু , বিভোর ।

গুব্বির মায়ের ইচ্ছে যে বিভোর আর গুব্বির বাগ্‌দান হয়ে যাক্ । বিভোর ঘর জামাই হয়ে ওদের কাজ কারবার সামলাবে । শ্রীবিদ্যা আর রঘুবরণ তখন রোমান্টিক কন্টিনেন্ট ট্যুরে বেরোবে ।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বিভোরকে কায়দা করতে বেশি বেগ পেতে হবেনা । কিন্তু মেয়ে গুব্বি এসব চায়না । **আর ও বিভোরে বিভোরও নয় ।** দুনিয়া অনেক বড় জায়গা । আর আজকাল আন্তর্জালের যুগে কে কোথায় হৃদয় হারাবে তা কি বলা যায় ?

প্রেমে পড়া ভালো কিন্তু যাকে নিয়ে বুকে কোনো লাভা নেই লাভের ; তাকে নিয়ে কাব্য গাঁথা মূর্খেরই কাজ ।

বিভোরকে নিয়ে কোনো ইন্টারেস্টই নেই , গুব্বির !!!

মূলত:অভিযোগ পেয়ে ; এক সরকারি অফিসার গুব্বির মায়ের কারখানা ও বাপের ময়ূরের ফার্ম ঘুরে দেখতে যায় । অভিযোগ করেছে কেউ নিজেকে লুকিয়ে । তবে বামনের মৃত্যু নিয়ে নয় , অন্যধরণের অভিযোগ ।

শ্রীবিদ্যা যে, গুটলি গ্রামের ঐ ছোট ছোট মানুষের সাথে কেমনতর দুশ্‌মনি বা শত্রুতায় জড়িয়ে গেছে কেউ জানেনা আর অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে তার অত্যাচারে গুটলি গ্রাম কিন্তু এই নালিশ করেছে কেউ আম্রপালিকে নিয়ে ।

ওদের পরিবার অজস্র চ্যারিটি , ফাংশান , শো , আধ্যাত্মিক নাটক যার জন্য গুব্বি জনপ্রিয় সেসব করে কিন্তু আম্রপালিকে কোথাও দেখা যায়না । কেউ দেখেনা । শ্রীবিদ্যা ইদানিং তাঁতে বোনা পোশাক বাজারে এনেছে যেগুলি ১৭/১৮/১৯ বছরের মেয়েদের জন্য তৈরি । এক একটা ডিজাইন ইউনিক্ !

দ্বিতীয় কোনো সেরকম, বাজারে নেই । কিন্তু গুব্বিকে কেউ কখনো সেসব পরে বার হতে দেখেনা । এমনকি **গুব্বির হতে চাওয়া বয়ফ্রেন্ড বিভোর** আর ওর নির্দেশক আনহোনিও ; গুব্বিকে কোথাও দেখতে পায়না ! সে জীবিত আছে বোঝা যায় । সে কী বলেছে কী করেছে সব দেখা যায় টুইটার , ইন্সটাগ্রামে কিন্তু তাকে সশরীরে কেউ দেখেনা ।

একটি হাইব্রিড ময়ূরের নামও নাকি দেওয়া হয়েছে গুব্বি পিকক্ । কিন্তু সদ্য নারী হওয়া গুব্বি হাওয়া ।

আজকাল পূজারিরাও ফিরে যায় । খালি হাতে , আম্রপালির মহল থেকে ! যাকে দেবীরূপে পুজো করে মানুষ ; সেই জ্যান্ত প্রতিমা যদি আড়ালে চলে যায় তখন লোকের মধ্যে আবেগ বাড়বে আর তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেই । কিন্তু হিংস্র নারী, যাকে অনেকেই মেয়ে হিটলার্ বলে তাকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করার সাহস কারো নেই । কাজেই অফিসার ভৌমি পূজশ্ হাজির হয় একদিন ওদের নিকেতনে । বিরাট মহল । নাম পূরব । পশ্চিমে যার ফটক । লতানে গাছে ঢাকা গেট । দরোয়ান আর বাউন্সারের সাজানো বাগানের সরু পথ ! আজকাল একটা কাগজের ডেলা দেখলেই লোকে ভয় পেয়ে যায় । সেখানে আস্ত একজন মানুষ গেট দিয়ে

ঢুকছে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই একটু আজব । কাজেই অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েই ভেতরে গেলো ।

এতবড় মহল ওদের নিজস্ব, গঠনটা ভিন্নজাতের । বিজনেস্ চলে অন্য বিল্ডিং থেকে । অফিস সেটাই । তবুও এখানেই ভৌমিকে ডেকেছে ওরা । ভৌমি পূজশ্ একজন তুখোর অফিসার । কাজ করে চুঙ্গিকর বিভাগে কিন্তু অন্যত্রও তার দরকার পড়ে । স্বামীর কোনো সেরকম কাজ নেই । বাচ্চা ও কুকুরদের দেখে আর মাঝে মাঝে পাড়ার নানান দেওয়ালে স্লোগন লেখে ; সোসাল নানান বিষয় যা ওর মনে হয় উপযুক্ত তাই নিয়ে । লোকটির পোশাকে সবসময় রং লেগে থাকে । ভৌমি ওকে নিজের গৃহস্বামী করে রেখেছে । সৌরভের কোনো আপত্তি নেই তাতে । কোনোদিনই খেটে খাওয়ার বান্দা সে নয় । কলেজ পাশ করেছে ছয় সাত বছরে । পাস কোর্সে বি-এ করেছে । পরে কিছুদিন কম্পিউটার ঠুকঠাক্ করেছে কিন্তু সেগুড়ে বালি । একমাত্র সেল্স্ এর কাজ হয়ত পেতো কিন্তু সেসব ফেরিওয়ালা টাইপ্স্ কাজ সে করবে না ।

---**ওরে বাবা তারপর লোকে আমার মেয়ে হংসীকে ফেরিওয়ালার মেয়ে বলে ডাকবে ।**

ভৌমি দেখলো- একে বাড়িতে রাখলে মেয়ের জন্য আয়া রাখতে হবেনা আর আজকাল নার্স ও আয়ারাও বড় কঠোর ও নির্দয় কাজেই একে দিয়েই আয়াগিরিটা করানো যাবে ।

ভৌমির বিয়েটা একটা কম্প্রোমাইজ । কারণ ওকে দেখতে অসুন্দর । কাজেই বিয়েতে সমস্যা হয়েছে ।

গুণী মেয়ের উপযুক্ত পাত্র মেলেনি ।

হংসীও হংসের মতন দেখতে । চুলগুলো কুঁচকানো যেন আলাদা করে মাথায় বসানো । সত্য সাঁইবাবার মতন । আর হাইট কম ।

তবে গুটলি গ্রামের বাসিন্দাদের চেয়ে অনেক লম্বা সে !

স্বামীই রাঁধে বাড়ে ও চাকরকে দিয়ে অন্য কাজ করায় । অবসরে হংসীকে দেখে ।

ভৌমি পুরোপুরি কাজে ডুবে থাকে । মাইনে ভালই পায়, এক্সট্রা আয় হয় কাজের ক্ষেত্রে নাম থাকার জন্য ।**ও কিন্তু গোয়েন্দা নয় !** যে কোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে, শিকড় সমেৎ উপড়ে আনে বলেই কিনা কে জানে তাকে অনেক গোপন মিশনেও পাঠানো হয় । লোকে বুঝবেও না ।

এই ক্ষেত্রে তাকে খুঁজে বার করতে হবে গুব্বি কোথায় । অনেক শোতে নাকি লেখা থাকে যে গুব্বি আসবে ;

কিন্তু লাস্টে ডিক্লেয়ার করা হয় যে সে আসতে পারছে না কোনো কারণে ।
অনেক সময় মিনি লটারি খেলা হয় । গুব্বি জিতে গেলে- সেই প্রাইজটা অন্য কাউকে দান করে দেয় ।
আর আজকাল দেবীর ভূমিকায় নামে একজন ক্লোন । তার নাম অচলা । দেখতে অনেকটাই আম্রপালির মতন কিন্তু তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা উর্দুতে যাকে বলে **অদা** তা একেবারেই ভিন্ন ।

ওকেই গড়ে পিঠে গুব্বি করে নিয়েছে আনহোনি ও বিভোর । কিন্তু দর্শক ঠিকই বুঝে যায় ।

বাজি পটিয়সী শ্রীবিদ্যাকেই সবার আগে প্রশ্ন করলো ভৌমি --- সবাই তো বলে যে আম্রপালি বেঁচে আছে কিন্তু কোথাও ওকে দেখা যায়না । ওর স্পর্শ সর্বত্র , ও ভীষণভাবে জড়িয়ে তোমাদের পরিবার ও কেজো জীবনে কিন্তু ওকে আর দেখা যায়না । কেন ? কেন সেই রূপবতী টিনএজার, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে ভক্তদের সামনে থেকে ? তার তো ক্যামেরা ও স্টেজ খুবই পছন্দ । তাহলে কোন দোষে সবাইকে সে এতদিন ধরে ঠকাচ্ছে আর পুজোর সুযোগটুকুও দিচ্ছে না পুরোহিতদের, যারা ওকে এত ভক্তির চোখে দেখে ?

সে তো ওদের দেবী । মায়ের মতন । সন্তানকে কেন এইভাবে দূরে ঠেলে দিচ্ছে গুব্বি নামক আম্রপালি ?

বাজির ফ্যাক্টরিতে অনেক বামন । কেন তাদের দিয়ে কাজ করানো হয় ; সাধারণ কর্মী না নিয়ে এসব প্রশ্ন করবে হয়ত ভেবেছিলো শ্রীবিদ্যা । কিন্তু অফিসার ভৌমি পূজশ্ সেইদিকে পা দিলো না বরং ওদের লুকানো মেয়ে , গুব্বিকে নিয়ে পড়লো ।

আচ্ছা , গুব্বি জীবিত আছে সেটাই কি যথেষ্ট নয় ?

আর দেবদেবীরা কি মানুষের নিয়মে চলে, না সময়ে ? ওদের ভুবন আলাদা । কাজেই ওরা ওদের মন অনুযায়ী চলে । এর মধ্যে শ্রীবিদ্যা করবে কী ? রঘুবরণকেও ধরবে ভৌমি । কিন্তু সেই বা কী জানে ?

গুব্বি, উর্বশী কিংবা শকুন্তলা । অপ্সরা , যক্ষিণী ।

মিতভাষী শ্রীবিদ্যা তো গুহ্যবিদ্যা জানেনা , জানে রসায়নের কারসাজি যা দিয়ে বাজি তৈরি হয় । এটা হল

রসায়ন বিদ্যা, রহস্য-বিদ্যাও নয় যে গুব্বি রহস্য সমাধান হবে । আর গুব্বি তো এখানেই আছে । প্রতিদিন ; সবাই ওর অস্তিত্ব উপভোগ করছে তা তো লোকেরাই অফিসারকে বলছে । তাহলে রক্তমাংসের গুব্বি সামনে রইলো কি না রইলো সেটা এতবড় ইস্যু হয় কী করে ? হয়ত গুব্বি আর স্টেজে নামবে না । দেবীত্বের বোঝা বইতে সে অক্ষম তাই মানবী হয়েই থাকতে চায় । প্রতিদিন সকালে উঠে যদি কাউকে সাধারণ মানুষের পুজো নিতে হয় ও ধূপ ধুনোর মধ্যে ঠায় বসে থাকতে হয় কিংবা একনাগাড়ে পিঁড়িতে বসে বসে হাঁফ ধরে যায় ও সন্ধ্যাকালে, তাদেরই জন্য আবার মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হয় তাহলে কী ১৯ বছরের

একটা মেয়ে পারে ? ওর না আছে কোনো ছুটি, রবিবার, পাটি ও অবসর । ও কাকের মতন । রোজ সকালে উঠে লোকের ঘুম ভাঙায় কিন্তু তাকে কেউ পোছেনা ।

কাকও তো একটা জীব রে বাবা !

কেউ বোঝেনা শ্রীবিদ্যার মনের কথা । বেশি মুড্ নষ্ট হলে মার পড়ে গুটলি গ্রামের বেঁটেমানুষের ওপরে ।

কারো হাত ভাঙে , কেউ মাথায় জখম্ নিয়ে থাকে আর কেউবা নিপাট ভালোমানুষের মতন অপরের কৌতুকের শিকার হয়ে মাথানত করে থাকে ।

চড় কিল ঘুষি মারে শ্রীবিদ্যা ঐ হাসির ভিলেজেও । যেখানে ওরা খেলা ও মজা দেখায় । মোটকথা একজনের ওপরে রাগ হলে, ওটা অন্যজন ধারণ করে । করে আসছে নিয়মিত ।

গুব্বির দু:খ হত ; ওর মায়ের আচরণে কিন্তু সে নিরুপায় । মায়ের মুখের ওপরে কথা বলা চলেনা । বাবাও বলেনা ।

অফিসারের সন্দেহ হল না কিছু । মৃত্যুর খবর কেউ জানেনা তবুও শ্রীবিদ্যাকে দেখে খুনী মনে হয়না ।

নরম গলায় জানতে চায় গুব্বি কোথায় ?

ওর দিকে আস্তে করে এগিয়ে আসে রঘুবরণ । হাতের ইশারায় বসতে বলে । বলে :: যে চলে গেছে সে আর ফিরে আসেনা । কিন্তু যে এতেই সুস্থ আছে তাকে বদ্ধ উন্মাদ না করলে অফিসার খুশী হবেন না ?

অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে ভৌমি অবাক চোখে চায় !

ভ্রূপল্লবে ঝঞ্ঝা এনে পাল্টা প্রশ্ন করে :: আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না মিস্টার রঘুবরণ !

একটু দূরে নিজ মনে কথা বলছে শ্রীবিদ্যা । বকবক্ করছে । মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে কী যেন বলছে । দুইচোখ বেয়ে জলের ধারা । মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে যেন এই ঘরে হঠাৎ সবকিছু তোলপাড় হয়ে গেছে !

দেবীরূপে পূজিতা গুব্বি ; সবে অন্য শহরে ডাক পেতে আরম্ভ করেছে । মন্দিরে ওকে জ্যান্ত দেবী করে বসাবে । মন্দির উদঘাটন্ করবে ও নিজেই । জীবন্ত এক প্রতিমা । তাই বাবা ও মায়ের সাথে সে পাশের শহর গোকর্ণপুরে যাচ্ছিলো ।

বিমানে যাবার কোনো মানেই হয়না কারণ দূরত্ব বেশি নয় । ঘন্টা চারেক হবে । মাঝে খেয়েও নেয় ওরা । পথের ভীড় থেকে বাঁচতে রাতে যাত্রা শুরু হয় । এগারোটার পড়ে ।

হাইওয়ে দিয়ে ভোরের ট্রাক্ চলেছে । ভোরাইয়ের কলকাকলির মাঝেই । দূরে সূর্যের লালিমা, বিন্দু বিন্দু- আকাশে মিশে আছে । গাছের ওপরে হাল্কা শিশির ও সফেদ একটা হিমের চাদর !

বিশাল ট্রাকের তলায় পড়ে গাড়িটা ঘুরে যায় । দূরে ছিটকে পড়ে ওর বাবা, মা । চালক আসনে বসেই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ে । ঘাড়টা মটকে গেছে তার ।

বাবা ও মা প্রচন্ড চোট্ নিয়ে পড়েছিলো ।

মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকা গুব্বি বোধহয় সময় পায়নি মাকে ডাকার ।

পরে যখন ওকে গাড়ি থেকে বার করে ও তাকিয়ে ছিলো কিন্তু রক্তের সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে আর কপাল থেকে মাথার উল্টোদিক্‌টা থেঁতলে গেছে । নির্মল ও করুণ চোখে চেয়ে আছে মায়ের দিকে । কোনো কথা নেই । মা কিন্তু বুঝে গেছে যে এতবড় দূর্ঘটনা থেকে মেয়েকে বাঁচাতে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ।

নিয়েও গেছে লোকে যদিও অনেকেই বারণ করেছিলো । বলেছিলো যে একে আর টানাহ্যাঁচড়া করে, শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া । এ আর কয়েক মিনিট হয়ত বাঁচবে !

হাসপাতালে ওকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখে । হার্ট ও লাংস মেশিনের কল্যাণে সে বেঁচে থাকে । সেই মেশিনও একসময় খুলে নেওয়া হয় । মেয়ের দৈহিক চোট থেকে বেশি মাথায় চোট লাগে যা ওকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয় !

কিছুতেই সেটা মেনে নিতে পারেনা ওর মা শ্রীবিদ্যা !

মেন্টাল ব্যালেন্স হারিয়ে যায় । তারপর ওর পরিবারকে চিকিৎসকেরা বলে যে ওর মেয়ে বেঁচে আছে এরকম

একটা আবহাওয়া তৈরি করে দিলে আবার সুস্থ হয়ে যাবে।

সেটাই করেছে গুব্বির পরিবার। কখনো শ্রীবিদ্যা বলে ও তার পাশেই আছে কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছেনা ও দুষ্টুমি করছে আবার কখনো বলে যে সে স্টেজে নাচছে। সবাইকে জিজ্ঞেস করে যে তারা দেখতে পাচ্ছে কিনা। **সবাই মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলে সমবেত ভাবে**। কেউ কেউ আবার কাল্পনিক সংলাপ আওড়ায়! শুধু বাইরের কেউ এটা জানেনা।

শ্রীবিদ্যার স্বামী, রঘুবরণ মনে করে যে বামনের ওপরে অকথ্য অত্যাচারেই রুষ্ট হয়েছেন ঈশ্বর। তাই কেড়ে নিয়েছেন গুব্বিকে এরকম ক্ষমাহীন ভাবে।

কিন্তু সে কথা স্ত্রীকে জানানো চলেনা। তাহলে সেও অর্ধমৃত হয়ে পড়বে। বাকি জীবন হয়ত কাটবে উন্মাদাশ্রমে। কাজেই চুপ করে থাকে রঘুবরণ!

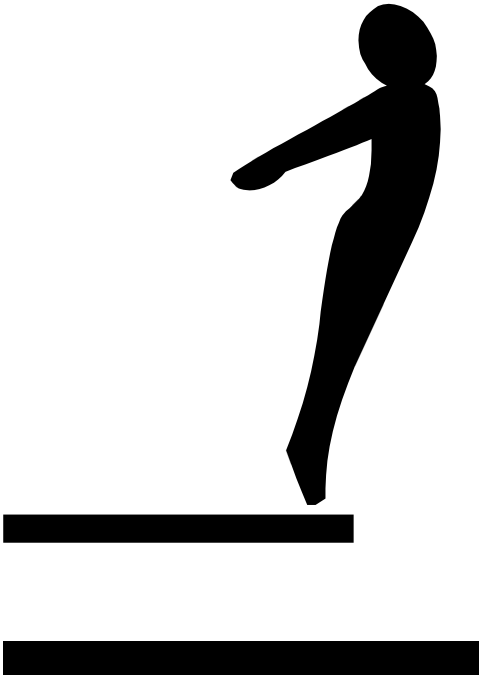

সবাই ফার্মে এমন হাবভাব করে যেন গুব্বি বেঁচে আছে । যতক্ষণ শ্রীবিদ্যা কাজে থাকে সবাই এরকম ভান করে । অনেকে গুব্বির সাথে হাতে তালি মেরে গানের লড়াই খেলে । কেউ কবিতাও বলে । কেউবা ওকে মিঠে গালি দেয় ! কিন্তু ওকে সবাই জীবন্ত দেখে ও রাখে ।

রঘুবরণ বলে ওঠে :: অফিসার , আই হ্যাভ সিন্ আ গড্ ডাইং !! যার অমৃত, অমর্ত্য হবার কথা ছিলো !

অফিসার ভৌমি এরকম আজব ঘটনার সম্মুখীন হয়নি কোনোদিন । গৃহস্বামী সৌরভকে এই প্রথম নিজের একটা কেস সম্পর্কে জানায় , ভৌমি । শোনে হংসীও । হংসী বলে যে গুব্বি খুবই জনপ্রিয় ছিলো ওদের কিশোর বার্তা ক্লাবে । আর ওকে বড় বড় সাধুরা , দেবী বলে পুজো করতো আর পায়ে ধরে প্রণাম করতো । ওরা গুব্বি ওরফে আম্রপালিকে সাধারণ মেয়ে মনে

করতো না কেউ । **ওরা ওকে একজন লিভিং গডেস্ই ভাবতো ।**

আসলে গুব্বির মায়ের শখ ছিলো এক দেবীকে গর্ভে ধারণ করার । কাজেই শৈশব থেকেই ওকে দেবীর পার্ট করানো ও মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যে ও বিশেষ কেউ ; হয়ত বা কোনো অবতার-- আম্রপালিকে দেবীত্বে উন্নীত করে । কিন্তু কিশোরী মেয়ে গুব্বির মন ছিলো সংসারে । সমাজে । প্রেমে । কৈশোরে ।

চঞ্চলতায় । তাই সে মায়ের আবদারে সায় দেয়নি । হয়ত তাই লুকিয়ে হট্ সিন্ দেখতো বা হট্ ড্রেস ও বিকিনি পরে ফটোশুট্ করাতো । পেডিকিওর করা পদযুগল ও ম্যানিকিওর করা হাতে পুরুৎ মশাই এঁকে দিতো তাজা পদ্ম কিংবা জবাফুল ।

মজাই লাগতো গুব্বির ! ওকে সবাই দেবী মনে করে ।

কিন্তু ওরা এত বোকা যে নাটকের এক চরিত্রকে ওরা পুজো দিতে আসছে দলে দলে । আর মানত করছে । কারো নাকি সেসব পূরণও হচ্ছে । কাজেই সে জীবন্ত এক প্রতিমা । এই স্পটলাইট সে উপভোগ করছে ।

বেশ কয়েকবার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছে যে তাঁর কোনো পুত্রসন্তান নেই বলে উনি শোকার্ত কিনা। বাবা প্রতিবারই হেসে ব্যাপারটা কাটিয়ে দিয়েছেন।

বলেছেন :: তুমি যার মেয়ে অর্থাৎ যার কন্যা একজন দেবী, গডেস্- তার আর পুত্রটুত্র লাগেনা !

বাবা রঘুবরণ ও মা শ্রীবিদ্যা তো অনেক বছর হল সেপারেশানে চলে গেছে। কেবল গুব্বির যুবতী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। সেরকম হলেই ওরা ডাইভোর্স করে ফেলবে। একেবারে পাক্কা। তাই আগে ব্যবসা দুটি একই ট্রেডারের আন্ডারে ছিলো। পৃথক হয়ে যাওয়ায় ও দুটো আলাদা হয়ে গেছে।

বাইরের লোকে এসব জানেনা। ওদের যা দেখানো হয়, শোনানো হয় ওরা তাই দেখে। শেষদিকে এত ঝগড়া হত যে বলার নয়। গুব্বিকে নিয়েও হত। ওর এই চটকদার দেবী জীবন নিয়ে ওর বাবার আপত্তি ছিলো। কারণ ও নকল দেবী। আসলে নাটকের এক চরিত্র। কিন্তু ওর মা এই ব্যাপারটা উপভোগ করতো। আর একজন গডেস্কে ; শ্রীবিদ্যা নিজের গর্ভে ধারণ করতে চায়। কাজেই রঘুবরণের আপত্তি সে শুনবে কেন ?

-----স্বপ্ন সফল হতে কত জন্ম কেটে যায় । এক জন্মে পূরণ কজনের হয় ? জানতে চায় সে রঘুবরণের কাছে ।

স্থান মাহাত্ম্য বলে একটা জিনিস আছে । এখানে এসে অফিসার ভৌমিরও যেন মনে হয়েছে যে গুব্বি জীবিতই আছে । যেমন সবার হচ্ছে । কতশত মানুষের হয়েছে । প্রতিটি মহলের কোণায় আম্রপালি । হাসছে , খেলছে , কথা বলছে !

--কিন্তু ওকে সত্যটা জানতে হবে । এইভাবে একঠা মিথ্যেকে আশ্রয় করে আর কতদিন ?

--যতদিন ও বেঁচে থাকবে ! কড়া স্বরে বলে ওঠে

রঘুবরণ । যেন ভাবখানা এই যে আমি পতি আমার কোনো চিন্তা নেই আর আপনি কে হে ?

কথা বাড়ায় না ভৌমি । যতদিন না কেস সলভ্ হয় সে কালো পোশাক পরে থাকে । আজ পরেছে কালো ঘাগ্ড়া, কালো ব্লাউজ ও একটা কম কালো স্কার্ফ, গলায় । কানে হাল্কা স্লেট কালারের পাথরের দুল । ডানহাতে বড় একটা ঘড়ি ! ওর মেয়ে হংসীর মতে এটা ওয়াল ক্লক্ হতেও পারতো । এত্তো বড় !

আম্রপালির বাড়িটা একটু অদ্ভুত ধাঁচে গড়া ।এটা অন্য বাড়ি আরকি ।

পাহাড়িয়া আবহাওয়ায় বাড়ি । চারদিকে কাঁটা তারের ব্যাড়া দেওয়া , যেমন সীমান্তে থাকে !

বাড়িটা প্ল্যান করে কেউ বোধহয় করেনি । এই বাসায় মেয়েকে নিয়ে থাকতো শ্রীবিদ্যা । স্বামীর সাথে তো বনিবনা ছিলো না । ময়ূরের নেশায় ব্যবসা ধরে পোল্ট্রির , রঘুবরণ ! তাই হয়ত চোখে রং লাগে । একের পর এক নারীঘটিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে । রঘু চিরটাকালই বিগ্ ফ্লার্ট , সবার সাথেই ওর ফ্লার্টিং চলতো কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেন যৌবন ফিরে এসেছে । মুখে বলে :: **শ্রী কে ছেড়ে আমি কোথাও যাবোনা । আমার সঙ্গে অনেকদিন ধরে আছে তো, কাজেই ও সেটা ভাল করেই জানে ।**

তবুও একের পর এক কেসে ফেঁসে যেতে থাকে রঘুবরণ । ক্ষমা করে গেলেও বিবাহিত জীবন বলে আর কিছু অবশিষ্ঠ থাকেনা আর । বেসিক বিশ্বাস ও টান না

থাকলে আর একসাথে থেকে লাভ কি ? তাই গুব্বির জন্য অপেক্ষা করলেও দূরত্ব আসলে অনেক ওদের মধ্যে । একটা কাঁচের দেওয়াল আর কতগুলো শীলমোহর লাগানো কাগজ যা আজও ওদের বিবাহিত বলে স্বীকার করছে । গুব্বি যুবতী হলে ওরাও আলাদা হবে এমন মনে হলেও জীবনের অন্য কোনো প্ল্যান থাকে অনেক সময় । যেমন এদের ক্ষেত্রে হল ।

আম্রপালির মৃত্যুটা যেমন একটা মিথ্ অনেকটা আকাশের তারাদের মতন । ওরা আছে আবার নেই-ও । এরকম ভাবে মনে করা যায় । রাতের আকাশে কত শত তারা দেখা যায় । তাদের কোলে শুয়ে কত মানুষ নিদ্রা যায় । কিন্তু নিজের জীবনে কি তাদের আনা যায় ? গুব্বিও আজ এরকম এক তারকা । সবার কাছে । কিন্তু ওর মা , শ্রীবিদ্যার কাছে সে জ্যান্ত এক পুতুল ।

শ্রীর মঙ্গলের জন্যই এমন করা হয়েছে । নাহলে ওকে হারাবে লোকে ।

ওদের এই বাড়িটা একটা বিরাট বাক্সে মতন । সেই বাক্সের ছাদে, ঢালু করে বিছানো সুন্দর কাজ করা বহুমূল্যের টেরাকোটার টালি । টালি শুনতে কেমন লাগে তাই না ? আর বাড়ির মাঝখানে একটা বিরাট

হল ঘর । সেটার অর্ধেক খাবার ঘর বাকিটা লিভিং রুম । সেই হলের চারপাশে অন্যান্য ঘর ।

বাড়ির চারধারে বারান্দা । খোলা । রেলিং দেওয়া । সিঁড়ি আছে সামনে ও পেছনে । আর বাগান ও বড় বড় গাছের সারি । পেছনে ঢালু জমি । সেখানেও কিছু ফুলের গাছে সজ্জিত । ঐ ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া যায় নিচের খাদে ।

কেন যে এত ধনী মানুষেরা এরকম এক প্রাচীন বাসায় থাকে কেউ জানে না ।

এছাড়া অন্যান্য মহলও আছে । সেগুলি মডার্ন সাজে সজ্জিত । গুব্বি এখানেই ছিলো ।

ওর মায়ের বাজির ফ্যাক্টরি এই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত । শ্রীবিদ্যা খুব স্বাধীনচেতা মহিলা ।

আর ক্রুর লোচনা । লোকে বলে । তবে বামন মানুষদের দিয়ে কাজ করানোর আসল কারণ হল এই যে ওরা সমাজে অবাঞ্ছিত । কাজেই ওদের দিয়ে কাজ কেউই করাতে রাজি না । ওদের সুযোগ দিলে ওরা কৃতজ্ঞ থাকবে অথচ নিজের প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ওদেরকে দিয়ে বেশি কাজ করানো যাবে । আবদার করা যাবে এমন এমন যা সাধারণতঃ কোনো শ্রমিকের কাছে কেউ করেনা । ওদের অন্য পেশাতেও লাগানো

যাবে । দুই হাত ভরে আসবে অর্থ । কাজেই এই প্রথা চালু হয়েছে । বামন গ্রাম নিয়েও অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছে । ওদের দূর্বলতাকে মানুষের সামনে প্রেজেন্ট করে টাকা কামাচ্ছে শ্রীবিদ্যা । কিন্তু শ্রী , প্রতিবারই এমন রব উঠলে বলে থাকে যে এতে ওদের মঙ্গল হয় । নাহলে ওদেরকে কেই বা কাজে নেয় ?

বামন গ্রাম গুটলির কল্যাণে ওরা এখন লাইমলাইটে আসছে । দু-তিনজন তো নিয়মিত টিভি শো করছে । বামন প্রেজেন্টার ! এমন বসতি না থাকলে এগুলো সম্ভব হত ? আগে সার্কাস ছাড়া ওদের গতি ছিলোনা । এখন ওরা অনেক ফিল্ডে যেতে পারে ।

শ্রীবিদ্যা সৃষ্ট ও কৃত গুটলি গ্রামের জয়জয়কার যে হচ্ছে ক্ষুদ্র মানুষের সমাজে , ওরা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে যে দৈহিক উচ্চতা কম হলেও ওরা আদরনীয় আর মারণ ব্যাধি ক্যান্সার ও মধুমেহ নিয়ে গবেষণায় ওরা ভাগ নিতে পারছে লম্বা মানুষের সমাজে এগুলি মিডিয়ায় কেউ দেখছে না কেন ?

প্রতিটি ঘটনা ও কাজের দুটো দিক্ আছে । প্রদীপ যেমন আলো দেয় সেরকম আঁধারও আছে । খালি আঁধারের কথা বলে আলোকে উপেক্ষা করা যায় কি ?

শ্রীবিদ্যার এই যে বর্তমান অবস্থা তা তো হয়েছে সেন্সিটিভ হবার জন্যই । নাহলে অন্য মায়েদের মতন সব ভুলে আবার কাজে ডুবে যেতো । কিন্তু বাস্তবে সে এখন সেডেশানে আছে । যেন কেউ ওকে হিপনোটাইজ করে চালাচ্ছে । যা বলা হচ্ছে তাই মেনে নিচ্ছে । আদতে সবই তো ওর সংবেদনশীল স্বভাবের জন্যই হয়েছে । তাহলে ও বামন মানুষের খাটো হওয়াকে বাজারে ছড়িয়ে হাসি মজায় অর্থ কুড়াচ্ছে এইসব অভিযোগের কি সত্যি কোনো মূল্য আছে ?

ওরা সবাই তো বামন হয়েও চাঁদে হাত দেবার সুযোগ পেয়েছে , শ্রীর কারণেই । কৈ সে কথা তো মুখ ফুটে বলছে না কেউ ?

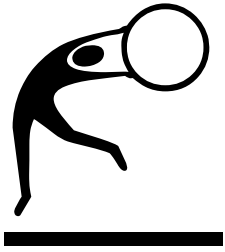

গুটলি গ্রামে জীবন নাকি অসহ্য । ওখানে টিফিন আর লাঞ্চ একবারই হয় । বেলা ১১টা নাগাদ ।

প্রহার ও গালিগালাজ আছে আর ওদের এই টিফিন কাম্ লাঞ্চ হল একমাত্র আনন্দের সময় । যদিও সেখানে ওরা পায় তিন রকমের খাদ্য , ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ।

আলু সেদ্ধ দেওয়া মোটা চালের ভাত ফ্যান সমেৎ , ড্রাই ফিশের কারি আর মোটা রুটি আর তিন নম্বর হল মুর্গির ও ময়ূরের পা , ফেলে দেওয়া মাংসের টুকরো বা ছাঁট আর নাড়িভুরি ইত্যাদি সমৃদ্ধ এক থক্থকে স্যুপ ও বাজে গন্ধওয়ালা পাউরুটি ।

ফলমূল নেই আর বলা হয় যে ওরা মাছ ও মাংস খেয়েই আছে । পুষ্টিবর্ধক খাদ্যে ওরা অভ্যস্ত ।

একমাত্র খুশির ঝর্ণা বয় রেডিও শুনে । তাও কালেভদ্রে ভালো অনুষ্ঠান প্রচার করে সেই রেডিও স্টেশান । বড় একটা হলঘর , গুটলি গ্রামের মাঝখানে । সেখানে সকালে ও সন্ধ্যায় রেডিও চলে । সবাই সার দিয়ে বসে রেডিও শোনে । কেউ কেউ আবার নাচগান করে তখন । ক্যারেক্টার ঢিলা ,

ফেভিকল সে , মুন্নি বদনাম হুয়ি ওদের প্রিয় গান । কোমড় দুলিয়ে নেচে ওঠে বামনের দল । ভরা শ্রাবণে ।

আকাশ বাতাস যেন কাঁদছে ওদের সাথে । ওরা কোনো অস্তিত্ব নাকি কেবল উপলব্ধি এটা বোঝার জন্য ওরা ফূর্তি করছে আর প্রকৃতি ; যে নিজেই ওদের এই খাটো আকৃতিতে বেঁধেছে সে ব্যাকস্টেজে বসে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্রন্দনে মেতেছে ।

মজার ব্যাপার হল ; এদের মধ্যেও কিছু বামনীর সাথে রঘুবরণ ফ্লার্ট করেছিলো । কেউ কেউ মিন্‌মিন্‌ করে মলেস্ট করার মতন কদর্য আরোপ লাগায় কেউ কর্কশ গলায় ওকে গালিগালাজ করে এরজন্য কিন্তু বাস্তবে কেউ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি । সাধারণ লম্বা মানুষের কথারই কেউ গুরুত্ব দেয়না তো বেঁটে মানুষ !! রঘু হেসে বলে ::কাছ দিয়ে গেলেই ওগুলো ধরে টিপে দিই আর ওরা এত খাটো যে এমনিই ধরা যায় ।

অফিসার ভৌমি একদিন স্থির করলো যে একটা পরীক্ষা করবে । সেইমত রঘুবরণকে জানালো যে সরকার যখন তাকে পাঠিয়েছে রহস্য সমাধানের জন্য ; তখন তাকে একটা রিপোর্ট তো দিতে হবে । তাই রিপোর্ট লেখার আগে সে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে ইচ্ছুক ।

কিছুই না , ভয় পাবার কিছু নেই । সে শুধু শ্রীবিদ্যাকে কিছুক্ষণের জন্য রিয়ালিটিতে নিয়ে আসবে ।

ওকে বলবে যে গুব্বি ওরফে আম্রপালি তখনই মারা গেছিলো । যদিও শ্রী সেইসময় হাসপাতালে ভর্ত্তি ছিলো বলে ওকে শ্মশানে নিয়ে যায়নি কেউ ওর দৈহিকভাবে সঙ্গীন অবস্থার জন্য তবুও সত্য হল যে গুব্বি আর জীবিত নেই ।

একটা মিথ্যা দিয়ে এতবড় সত্যকে চেপে রেখে হয়ত শ্রী খুশী আছে কিন্তু যেদিন বাস্তব ওকে স্পর্শ করবে সেদিন শক্ পেয়ে হয়ত এই দুনিয়া ত্যাগও করতে পারে । কাজেই একবার চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছুক ।

যদি দেখা যায় যে এই খবরে ওর -খুব বেশি রি-অ্যাক্শান

হচ্ছে তখন নাহয় বলা হবে যে ভৌমি আসলে মজা করছিলো । সিরিয়াস নয় । দেখছিলো কতটা ভালোবাসে শ্রীবিদ্যা , গুব্বিকে ।

শ্রীবিদ্যা , পরীক্ষায় যেমনই ফল করুক না কেন গুব্বি তার প্রাণ । ওদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিলো । তাই আজও হাসে , কথা বলে একই ভাবে আম্রপালির সাথে ।

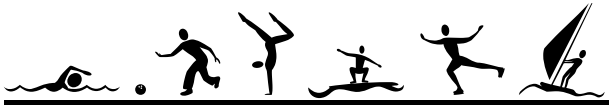

ওদের আজব মহলে একটা আসর বসেছে । সেখানে হাতেগোনা কিছু মানুষ থাকলেও আছে শ্রীবিদ্যার কর্মচারীরা । আজ ওকে জানানো হবে আসরের নাম করে যে গুব্বি আর বেঁচে নেই । সবাই কানাঘুষো করছে যে কী হবে ওর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া । কেউ বলছে ও অজ্ঞান হয়ে যাবে । কেউ বলছে যে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে । কেউ বা আশাবাদী । তারা বলছে যে সে বুঝেই যাবে এটা জোক্ তাই জোঁক এর মতন দু:খ রক্ত শুষে না নিয়ে দিল্খুশ্ থাকবে ।

কেউ বা আরেক কাঠি এগিয়ে বলছে যে আগে থেকে কফিন রেডি রাখা উচিৎ আবার অন্য কেউ এই বলে চমকে দিচ্ছে যে এরকম এক নিষ্ঠুর পরীক্ষায় ওকে না ফেলাই ভালো ।

কিন্তু অফিসার, সরকারের লোক কাজেই বাধা দেবার কেউ নেই । যা হবে মেনে নিতে হবে ।

একটা গল্প বলার নানান কায়দা থাকে । নানান ফর্ম্যাট থাকে । কিন্তু গল্পের বিষয় তাতে বদলায় না । কোন বিখ্যাত মানুষ বলেছেন না :: আগে অণু তারপরে গল্প ।

এর অর্থ হল, আগে সাইজ দেখে সেই অনুসারে গল্পটাকে ঝরঝরে ভাষায় বলবে । এর মানে এই নয় যে গল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হবেনা । গল্পে গল্পই থাকে । সাইজ যাইহোক্ !

কাজেই এখানেও গল্পটা হল এই যে শ্রীবিদ্যাকে সরাসরি জানানো সত্ত্বেও তার কোনো সেরকম সমস্যা দেখা গেলোনা । একটু চমকে গেলেও পরক্ষণেই সামলে নিলো নিজেকে । অনেক কাঁদলো । তারপর বললো :: ও আজও জীবিত আছে । অন্য একটা ডায়মেনশানে আছে । সেখান থেকেই আমার সাথে ও নিয়মিত যোগাযোগ করে । হাসে, কাঁদে, খেলে , আমার হাতে প্রিয় কেক্ খায় । আমি ওর চুল বেঁধে দিয়েছি কতবার । কতবার ওকে দেবী সাজে সজ্জিত হতে দেখেছি সামনে বসে । আমার মনেই নেই সেই ভয়ানক

লগ্নের কথা ; যেই ক্ষণের জন্ম হয়েছিলো কেবল আমার মেয়েটাকে মৃত্যুর পোশাক পরানোর জন্য ! আমি ভুলে গেছি সব । ও হয়ত আর রক্তমাংসে নেই কিন্তু চেতনার স্ফুলিঙ্গ আজও আমাকে স্পর্শ করে । ও অমৃতা । দেবী কখনো মারা যায় ? হ্যাজ এনি ওয়ান সিন্ আ গড- হু ডাইজ্ ?

আমরা অমর নই বলে মারা যাই । কিন্তু যে অবিনশ্বর সে ? যে রাকা যে প্রথম আলো যে নক্ষত্র --সে ?

ওর পার্থিব শরীরটা চলে গেছে কিন্তু সুক্ষ্ম দেহে আজও ও আমার কোল জুড়েই আছে ।

গুব্বির দেহটা চন্দনের প্রলেপ দিয়ে আর ফুলের সাজে সাজানো হয় । কিন্তু পরে ওকে কফিনবন্দী করা হয় । দেবী মারা গেছে এটা যেন কেমন তাই ।

গুব্বির সমাধি হয়েছে । সে মহলেও আছে আর সমাধিতেও । মন্দিরে তো ছিলই ।

শ্রীবিদ্যার বিয়ে করা স্বামী রঘুবরণ ইদানিং ফ্লার্ট করা ছেড়েছে । মেয়ে চলে যাবার পর । শ্রীবিদ্যাকে অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারতো যা প্ল্যান ছিলো আগে যে মেয়ে বড় হলে

ওরা ভিন্ন দিকে পা বাড়াবে । কিন্তু সেরকম কিছু হলনা । ওরা এখন একই মহলে বসাবস করে ।

লোকমুখে শোনা যায় যে শ্রীবিদ্যা নাকি সারোগেট মাদারের সাহায্য নিয়ে আবার মা হয়েছে । তিনখানা বাচ্চা হয়েছে তার । সবই ছেলে , এই যাত্রায় । তাদের নামগুলো খুবই মজার । কাকজিৎ , কাককর্ম আর কাকমুখ । কেন এরকম নাম জানতে চাইলে বলে যে কাক অর্থাৎ পাখি নয় এমন নাম চয়ন হয়েছে কাক মানে পাথরের একটি চাটুর কথা মাথায় রেখে ।

এই কাক এতই শক্তপোক্ত যে কোনো কিছুই বুঝি একে দুমড়াতে মুচড়াতে পারবে না তাই ওদের ঢাল ও বর্ম কাক ভেদ করে কোনো দূর্ঘটনা ওদেরকে আর শ্রীবিদ্যার কোল থেকে কেড়ে নিতে পারবে না ।

নামগুলো সাইকোলজিক্যালি ব্রিলিয়্যান্ট ।

জীবন ; যা আদতে এক সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার সেখানে প্রতি পদক্ষেপে ওদের তিনজনকে রক্ষা করবে এই কাক নামক শক্ত পাথরের চাটু ।

আর তা করবে স্বেচ্ছায়ই !

মজার ব্যাপার হল এই যে- ইমোশন্যাল যুদ্ধ খতম হবার পরেই শ্রীবিদ্যা ওর বাজি কারখানার সমস্ত খাটো মানুষকে মুক্তি দিয়েছে । ওদের গুটলি গ্রাম অবশ্যই আছে কিন্তু সেখানে আর কেউ কাউকে অত্যাচার করেনা । বরং ওরা সুখাদ্য খেয়ে , আনন্দ করে , গ্রামে নানান মজার শো করে ও পরবর্ত্তী প্রজন্মকে সুশিক্ষিত করার মন্ত্র জপে রসেবশে আছে । ওরা আর বদ্ধজীব নয় । না মনে, না কর্মক্ষেত্রে ।

দলে দলে পাহাড়ের ওপরে উঠে বহ্নিশিখা জ্বালাতে উদ্যত ওরা । বিশাল একটি কাপড়ের শিখা তৈরি করা হয়েছে ।

পিলপিল করে বামনের দল ওখানে উঠছে । পাহাড়ের আনাচে কানাচে ঝুলে আছে অসংখ্য বামন ।

একজনের হাতে মশাল । খাঁটি ঘিয়ে ডুবিয়ে, দীপশিখা জ্বালাবে খাটো মানুষের দল । বিশ্বজয়ের মিহিন সুখে । তাই ওরা আজ দলে দলে পর্বতারোহণ করতে চলেছে ; বিপ্লবের ভাঁজে ভাঁজে ।

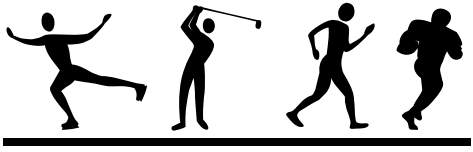

Information—Internet.

''''**Kaak** also known as Pathhar ki roti (English: Stone bread) is a native dish of the province of Balochistan, Pakistan. It is made by flattening the dough for the bread and rolling it over a preheated stone. The stone is then baked in a tandoor. Kaak is often served with Sajji.

Popular among the nomadic Balochis, Kaak is very hard once it has been baked.

In Persian tradition the matriarch of the home has much say in how the kaak is prepped. Once the bread rises the responsibilities of the task are handed over to the younger woman to finish the job.

Prominent Baloch dishes such as the lamb-skewed Sajji have gained massive popularity among different parts of Pakistan, including the food hubs of Karachi and Lahore.

Kaak, a rock-hard prepared bread, is also a notable dish.

****

MAHURAN

মহুরণ

ক্যাঙারু বন্ধুদের ---

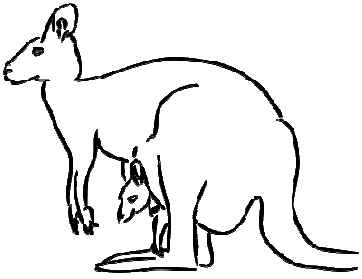

মহুরণ

মহুরণ একটি সবুজ মানুষের নাম ।

তার গ্রামের নাম লুলু । লুলু গ্রামের মানুষ গোবর শিল্পের জন্য বিখ্যাত । তারা গো-মল ও মুত্র ব্যবহার করে নানান শিল্প কর্মের সৃষ্টি করে । এই প্রথার জন্য বেশ নাম আছে এই গ্রামের । বিদেশেও অনেক লোকে এদের কথা জানে ও বেড়াতে আসে । এরকমই এক মেয়ে ছিলো জেমা । জেমা কুপার । জেমা টি টেস্টার । চা-ই তার জীবন ছিলো ।

ভারত,শ্রীলংকা ঘোরা হয়ে গেছে । স্নোগাম দেশের বাসিন্দা জেমা , এই চা নিয়ে সেই দেশে চাষ করেছে । এখন ওখানে ফ্রেস দেশী চা পাওয়া যায় যার উৎসস্থল হিমালয়, শ্রীলংকা, উটি হলেও আসলে জেমার মগজ ।

চায়ের বাইরেও জীবন আছে তাই বুঝি সে একবার গোবর শিল্পের গ্রাম , লুলুতে ঘুরতে আসে ।

আসলে তার বয়ফ্রেন্ড ছিলো গাল্ফে । সে নাকি অতি বড়লোক । অনেক পয়সা তার গাল্ফে থাকার কারণে ।

জেমার সাথে ভালই সখ্যতা ছিলো । আলাপ ডেটিং সাইটে ।

মানুষটির নাম অ্যালি । এ এল ওয়াই । আদতে আলি ।

ও লেখে অ্যালি । কিছুটা নিজের মুসলিমত্ব ঢাকতে ।

অ্যালি বলে যে রাশিয়ান মেয়েরা দুনিয়ার বেস্ট মেয়ে । শয্যায় । কিন্তু স্নোগামের মেয়ে , জেমাও মন্দ নয় ।

ডেটিং সাইট থেকে বাস্তবে নেমে আসে অ্যালি ।

অ্যালি তো বিশাল ধনী । যদিও কয়েকটি আচরণ তার সাথে খাপ খায়না । অতিরিক্ত স্বচ্ছল মানুষ কিছু কিছু জিনিস কখনোই করবে না । অ্যালি করতো ।

কাজেই সন্দেহ হলেও জেমা তলিয়ে দেখেনি । পরে তো বেরোলো যে অ্যালি আদতে ব্যাঙ্ক-রাপ্ট্ ।

কানাকড়িও নেই তার !

সবই ধার করা । বন্ধু, পরিজনের থেকে !

সম্পর্ক ভেঙে গেলে খুব আহত হয় জেমা ।

কারণ যারা ওকে (ALY) চেনে ; তাদের মধ্যে কেউই ওর শত্রু হবেনা এতই ভদ্র , নম্র আর রুচিবান সে । কিন্তু এই মিথ্যাচার করা জেমার কাছে ঠগবাজি । জেমা ওকে ভালোবেসেছে । কাজেই ও যদি গরীবও হয় তাতে রিলেশানশিপ্ তৈরি হবেনা কেন ?

আর জেমাও তো সেরকম ধনী নয় !

সাধারণ টি টেস্টার একজন । তবুও এই ছলনার কী দরকার জেমা বোঝেনি ।

মন ভালো করতে গোবর শিল্প দেখতে ভারতে যায় । সেই লুলু গ্রামে ।

লুলু গ্রাম ভীষণ গরম এক জায়গা । এখানে মাঠের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এক পাহাড় যার ভেতরে গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে । এক চৈনিক রাজা নাকি এখানে এসে মহল বানান । সেই ভুলভুলাইয়া দেখতে অনেক মানুষ আসে ।

পাহাড়ের পাদদেশে এক নদী । সেই নদীর মধ্য নাকি দামী শিলা খন্ড আছে । ঐতিহাসিকের বক্তব্য হল যে ঐ রাজপরিবারের ভাসিয়ে দেওয়া মণিমুক্তো এগুলি ।

সাধারণ গ্রামবাসীগণ মনে করে যে এগুলি রহস্যময় পাথর । কারণ ঐ রাজাপরিবার এখানে ঘাঁটি গাড়ার অনেক আগে থেকে নদীতে দামী পাথর মেলে ।

ভূতাত্ত্বিকেরা বলে যে হয়ত ভূগর্ভের মধ্যেই আছে এর সমাধান ।

সে যাইহোক্ এলাকাটি গোবর শিল্পের সাথে সাথে এই পাথরের কারণে একটি দর্শনীয় স্থান ।

টুরিস্ট স্পট্ বলাও চলে ।

অসম্ভব গরম এই স্থানে থাকে মহুরণ । গ্রামীণ মানুষ । যুবক । তার মা গোবর আর্ট করলেও সে নিজে একটু ভিন্ন জাতের কাজ করে ।

ঐ পাহাড়ের চড়ার জন্য পর্যটকেরা লাঠি নেয় । পাথুরে পথ , ভঙ্গুর তার একদিক কাজেই ব্যালেন্স করার জন্য একটি লাঠি হলে মন্দ হয়না । কাজেই লাঠি বিক্রি করে মহুরণ । বনে গিয়ে কেটে আনে গাছের ডাল । তারপর প্রতিটি ডালকে সমান করে চেঁছে ! লাঠিগুলি নানান আকারের হয় । বিভিন্ন সাইজে পাওয়া যায় ।

কেউ মোটা লাঠি নেয় কেউবা বেঁটে ও সরু ।

অবস্থা এমন হয়েছে যে যার দরকার নেই যেমন একজন দৌড়বীর অথবা শিশু, তারাও লাঠি নিয়ে পাহাড়ে চড়ে । আসলে লাঠিটা একটা স্টাইল হয়ে উঠেছে ।

মহুরণ, এলাকায় লাঠি বিক্রি করে । শক্ত পোক্ত সুন্দর যুবক । এরা যুগযুগান্ত ধরেই কর্ণকুহরে একটি করে পাথর পরতে অভ্যস্থ । কাজেই মহুরণকেও কানে লাল লাল দুল পরতে দেখা যায় ।

ও সবসময়ই খালি গায়ে থাকে । একটি ধুতি পরে শুধু । এই অঞ্চলে খুব গরম বলে শীতকালে সেরকম ঠান্ডা পড়েনা । তখন আবহাওয়া নর্মাল থাকে । গরমটা থাকেনা ।

কাজেই প্রায় সারাবছরই মহুরণ খালি গায়ে থাকে ।

নিচে রঙীন ধুতি আর কানে লাল লাল দুল !

সহজ , সরল এই ছেলেটির সাথে বন্ধুত্ব হয় খুব জেমার । এত সাধারণ একজন মানুষ হলেও ক্ষুরধার মগজ আর সংবেদনশীলতায় মজে যায় সদ্য বয়ফ্রেন্ড হারানো জেমা ।দুজনের খুব ভাব হয় । ও বিদেশে যেতে খুবই আগ্রহী । ও শুনেছে যে ওখানে বরফ আছে । এত গরম নেই । সবসময় একটা শীতল ভাব থাকে বাতাসে । চমৎকার আবহাওয়া । কাজেই জেমার সাথে পাড়ি দেয় সুদূরে !

জেমা অবশ্য ওকে বন্ধু হিসেবে নিয়ে যায় । ওকে বলে যে স্নোগাম দেশে গিয়ে ওকে লাঠিতে যে কোনো ধরণের আর্ট করা শিখে নিতে হবে আর কাজ করতে হবে । মহুরণ রাজি হয়ে যায় । বুদ্ধি তার কম নেই আর এই প্রচন্ড গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে যা খুশি করতে রাজি ! মহুরণ , স্নোগাম দেশে পাড়ি দিতে এক পায়ে খাড়া !

জেমাকেও তার ভালোলাগে । খুবই মজার মানুষ সে ।

এতদূর থেকে নাকি গোবর শিল্প দেখতে এসেছে , এখানে । লুলু গ্রামে ।

গরুর মলকে লুলু গ্রামে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় দেখে জেমা মুগ্ধ !

সত্যি একেই বলে শিল্প !

লাঠিতেও গোবরে লাগিয়ে , তাতে রং করে নতুন শিল্প হয় । মহুরণ পারে সেসব । দেশে ফিরে , দেশবাসীকে দেখিয়ে চমকে দেবে জেমা !

মজার ব্যাপার হল লুলু গ্রামে পথেঘাটে গরু, ঘোরে ।

কাজেই র-মেটেরিয়াল যোগাড় করতে বেশি বেগ পেতে হয়না । স্নোগাম দেশে তো গরু দেখতে হলে কোনো ফার্মে যেতে হয় !

যাইহোক্ , মহুরণকে বগলদাবা করে নিজ দেশে হাজির হয় জেমা ।

একই সাথে থাকে ওরা । মহুরণ ওকে বহু-বলে ।

ওদের বিয়ে হয়নি কিন্তু ওরা একসাথে থাকে ।

তাই ওকে বহু বলে ডাকে । জেমা কিছু বলে না ।

এই মানুষটি আর যাইহোক্ ঠগবাজ নয় । গাল্ফ্ থেকে পাওয়া বন্ধুর মতন ! এ শুরু থেকেই ব্যাঙ্করাপ্ট্ !

জেমাই ওকে দাঁড় করাবে স্নোগামে । অবশ্য ও লাঠির ওপরে কারুকার্য করা শুরু করেছে । ডিজাইনার লাঠি হিসেবে জেমা ওগুলি বিক্রি করা প্ল্যান করেছে ।

জেমার বাড়িটা শহরের এক পাশে । তার পরে আছে একটি ফাস্ট ফুড জয়েন্ট । বাসাটি একটু একাকীত্বে ভোগে । কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে হয় ।

কয়েকটি ঘর । পুরোনো ফায়ারপ্লেস । বেসমেন্টে গ্যারেজ কিন্তু জেমা ওটাকে স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করে । অনেক চায়ের বড় বড় বাক্স ওখানে ভরে রেখেছে ।

আগে লোকে বিদেশ থেকে আনা চা পান করতো । জেমার কোম্পানি এখানে প্রথম চা চাষ শুরু করেছে । তাই লোকে এখন লোকাল চা পায় । ফ্রেস হয় ।

অনেক মানুষ চা চাষের কাজ শিখে নিয়েছে , অনেকে আবার ভারত , শ্রীলংকা থেকে এসে এগুলি করছে ।

যদিও স্নোগামের মানুষ কফি পান করতেই বেশি অভ্যস্থ তবুও ফ্রেস চা পেয়েও ভারি খুশি ।

জেমা যখন ভারতে থেকে মহুরণকে নিয়ে এলো আর গোবরের কথা বললো তখন সবাই ওকে এই বলে ক্ষেপাচ্ছিলো যে চা আর গোবরের রং প্রায় একই ! একটা তরল অন্যটা সেমি লিকুইড্ !

কপালে এসে পড়া সোনালি চুলের গুচ্ছ সরিয়ে হেসে ওঠে জেমা । এত আনন্দের মাঝেও মধ্যে মধ্যে গাল্ফ্ উঁকি মারে ।

ওর বুকের মধ্যে যে শুন্যতা ছিলো তা ভরে দিয়েছে মহুরণ কিন্তু প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডের ছায়া কেমন যে গ্রহণের মতন ওকে ঘিরে থাকে !

মহুরণ ওকে আলো দিয়েছে কিন্তু গাল্ফ্ ছিলো সূর্যের কিরণের মতন । কেন যে এরকম মনে হয় ও জানেনা ।

ভোলার চেষ্টা করে কিন্তু পারেনা ।

এখানকার শীতে মহুরণ কাবু হয়ে পড়ে ।

এত ঠান্ডা সে আগে কোনোদিন দেখেনি ।

গায়ের চামড়া ফেটে চৌচির !

শত শত ক্রিম লাগিয়েও কোনো সুবিধে হচ্ছে না !

বাইরে বরফের আভাস । সাদা মাঠঘাট । এরকম মহুরণ কোনোদিন দেখেনি । ওদের লুলু গ্রামে কেবল সূর্য ।

অনবরত আলো আর তীব্র রোদ ।

দেশে থাকতে মনে হত যে গরমটা না থাকলে ও ভালো থাকবে । কিন্তু এত শীতও কাম্য নয় এখন ।

বেজায় ঠান্ডা এখানে ।

বিকেলে রোদ তাড়াতাড়ি চলে যায় । ফায়ারপ্লেসে কাঠ দিয়ে বসে ওরা । গরম চা পান করে । চাও তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় বলে এইসময় জেমা কফি পছন্দ করে ।

কফি খেয়েছে মহুরণ । মন্দ নয় তবে ওর চা মানে অসংখ্য বার ফুটিয়ে করা চা-ই বেশি ভালোলাগে ।

চা পাতা ভিজিয়ে চা করা আর তার ফাইন ফ্লেভার চেখে বাঁচা ---এসব ও কখনও দেখেনি । জেমা এগুলো করতেই অভ্যস্থ । এখানে ফুটিয়ে চা হয়না । একবার ওকে কোল্ড কফি দিয়েছিলো জেমা । পরে জানতে চায় যে পানীয়টি কেমন ছিলো ! সরল মহুরণ

বলে ওঠে :: ভালই তবে আজকের কফিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে বাইরের বাতাসের মতন !

জেমা ওকে বিব্রত করেনা , হেসে । চুপ করেই থাকে ! ওর সঙ্গ ভালোলাগে । ও খুব নিরীহ আর সরল ।

ও ঠগবাজ নয় । তবুও গাল্ফের নিউজ শোনে আন্তর্জালে বসে বসে ।

মহুরণ এখানে ভালই আছে । বহু আর শীত এইদুটো এখন ওর সাথে আছে । শীত আর বরফ এই প্রথম দেখছে । এরকম দেশ যে হয় আগে জানতো না । আরো একটা জিনিস দেখে ওর অবাক লাগে যে এখানে রাস্তায় গোবর নেই । গরু দেখতে হলে তাও সেই গরু আমাদের গরুদের মতন সাদা নয় , ছিট্‌ছিট্‌ অথবা কালো --অনেকটা দূরের ফার্মে যেতে হয় ।

এখানে গোবর সহজলভ্য নয় আর পেলেও তা কড়ি দিয়ে কিনতে হয় !

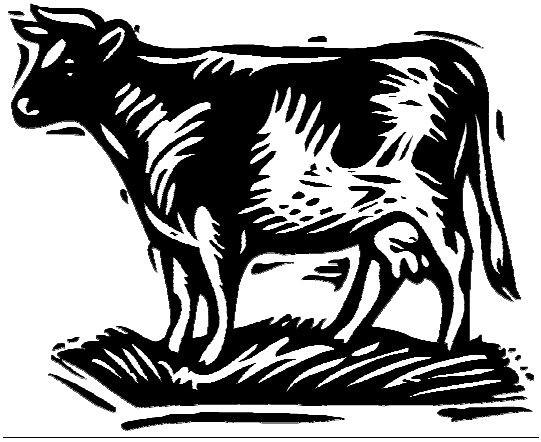

Imigongo

From Wikipedia, the free encyclopedia

Imigongo (Kinyarwanda) is an art form, popular in Rwanda traditionally made by women using cow dung. Often in the colors black, white and red, popular themes include spiral and geometric designs that are painted on walls, pottery, and canvas.

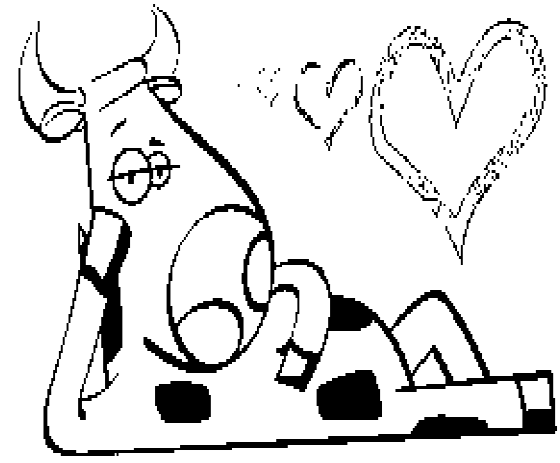

মহুরণের দিন কাটে সুন্দর ভাবে । এত্তো সুন্দর একটা দেশে কোনোদিন আসবে ভাবেনি । এখানে বরফ আর মসৃণ জীবন একইসাথে । এরা কষ্টও করে আর কেষ্টোও পায় একইসাথে ।

রাস্তা পার হওয়া , দোকান বাজারে যাওয়া , কেনাকাটা করা , চিকিৎসা নেওয়া , মোটরবাইক ও গাড়ি চালানো আর বিদেশী ভাষায় কথাবার্তা বলা সবই এক এক করে শিখে নিচ্ছে মহুরণ । বড় বড় রাস্তার সাইডে একটি করে লম্বা স্ট্যান্ডে আলো আর বোতাম থাকে । সেখানে গিয়ে রাস্তা পার হবার বোতাম টিপে দিলে আস্তে আস্তে গাড়িগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ।

বাড়িতেও ডাক্তার আসে । তারা স্পেশাল সার্ভিস থেকে আসে । দোকান বাজারে নানান জাতের লোক যায় কাজেই আকার ইঙ্গিতেও কথা হয় । বিদেশে গাড়ি চালাও শক্ত নয় । সবাই আইন মেনে গাড়ি চালায় আর হর্ণ দেয়না । হর্ণ বাজানোকে অসভ্যতা মনে করে এখানে । গাড়ির প্রযুক্তি খুব উন্নতশ্রেণীর তাই চালানো সহজ । কাজেই এক এক করে সবকিছুতে অভ্যস্থ হচ্ছে মহুরণ ।

ইদানিং জেমার সেই গাল্ফের প্রেমিক প্রায়ই ওকে ফোন করে । তার নাকি মস্ত অসুখ হয়েছে । কী অসুখ তা অবশ্য জানেনা মহুরণ তবে ওদের কথা হয় প্রায়ই ।

লোকটিকে দেখেছে মহুরণ । লম্বা , সুন্দর চেহারা ।

ঈষৎ শুকনো অসুখের কারণে ।

লোকটির নাকি এইদেশে ফিরে আসার ইচ্ছে আছে ।

প্রায়ই বলে জেমাকে ।

সে ফিরে এলে জেমা আর তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না কারণ একে সে ব্যাঙ্করাপ্ট আর দ্বিতীয়তঃ জেমা তাকে ভালোবাসে তাই অসুস্থ , রুগ্ন মানুষকে ফেলে দিতে পারবে না ।

এসবই তার বহু বলেছে মহুরণকে । কাজেই সমবেদনা থাকলেও মহুরণ চায়না যে লোকটি এইদেশে ফিরে আসুক ।

জেমার বোন জেসমিনও বলেছে জেমাকে যে ওর না ফেরাই ভালো ।ঠগবাজ আবার হয়ত কোনো ফাঁকি দেবে । জেমার বুক ভাঙবে । কিন্তু জেমা নিজের প্ল্যান নিয়েই আছে । মানুষটি ফিরে এলে তাকে দেখাশোনা করার ভার জেমার ।

মহুরণ আজকাল রান্না করে । লাঠি শিল্পে ফাঁকে ফাঁকে নানাবিধ খাবার বানায় । সময়টা ভালো কাটে ।

অনেক কিছু শিখেছে জেমার কাছে ।

এইতো কাল জুলু সস্ দিয়ে নরম চিকেন থাইয়ের পিস্ নিয়ে একটা শুকনো খাবার বানালো । ভালই খেতে হয়েছিলো । সঙ্গে লেবানিজ, অপূর্ব গন্ধ যুক্ত রুটি খেলো ওরা । **কোলন ক্যান্সারের ভয়ে জেমা খুব সবজি খায় ।** তাই রোজই মাংস , মাছ কিংবা ডিমের সাথে খায় সবুজ বা রঙীন তরকারি ।

বেক্ করাটাও শিখে নিয়েছে মহুরণ । গাজর, বিন্স, আলু, বেগুন, জুকিনি, মূলো, ফুলকফি,

ব্রকোলি, কুমড়ো বেক্ করে নেয় । পালং, লেটুস্, বক্ চয় , সর্ষে ও মেথি শাক অল্প ভাঁপিয়ে নিয়ে খায় । শেষে মিষ্টি বা ফল ! মিষ্টি মানে কাস্টার্ড, কেক্ আর পুডিং । সেটাও শিখে ফেলেছে মহুরণ । নানান দিনে নানা খানা বানায়- ও । জেমা ও জেসমিন খুব প্রশংসা করে । বিদেশীরা খুব ভদ্র তাই সবকিছুই ওদের কাছে ম্যাজিকাল , ফ্যান্টাস্টিক্, অ্যামেজিং । তবুও মহুরণের ক্ষেত্রে ওরা সত্যি কথাই বলে । কাজেই নট নাইস , ভেরি ব্যাড এসবও সে শুনেছে ।

যেই এলাকায় তার জন্ম ভেবেছিলো একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সেখানেই তার বাকি জীবন কেটে যাবে । এই চাঞ্চল্যকর দেশ ও সমাজ যে একদিন তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে কোনোদিন ভাবেনি ।

লোকে অনেক পড়ালেখা করলে , অনেক ধনসম্পদের মালিক হলে তবেই এইসব দেশে আসা যায় বলে জানতো । কিন্তু সে নিজেও এরকম দেশের আজ নাগরিক কাজেই কিছু অসম্ভব নয় জীবনে ।

প্রচন্ড শীতে , যখন দিগন্ত কেবল বরফে ঢাকা তখনও কোনো না কোনো জংলী মহীরুহতে একটি সবুজ পাতা দেখা যায় । দেখা যায় নদীর জমে যাওয়া বরফজলে

সরু জলরেখা । কাজেই মহুরণ যা পেয়েছে তা হয়ত আরো অনেকেই পেতে পারে । আশার ভেলায় ভাসলে ।

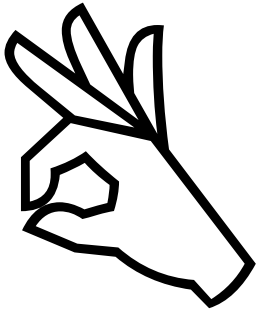

জেমার লুপ্ত প্রেমিক এইদেশে এসে জুটেছে আর জেমা তার কাছে গিয়ে থাকছে । লোকটি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে কাবু । কোমড়ের হাড়ে কিছু হয়েছে ।

জেমা মালিশ করে দেয় । টয়লেটে নিয়ে যায় । কারণ নার্স রাখার সামর্থ্য নেই ওর । লোকটি তো ব্যাঙ্করাপ্ট তাই । জেমা ওকে ছাড়বে না । তাই ওর বাসায় গিয়ে থাকে । এদিকে ওর আর মহুরণের বাসায় মহুরণ আজকাল একাই থাকে । নিজেই রাঁধে বাড়ে --আর খায় , কখনো বা জেসমিন খায় ।

একদিন রাতে জেসমিন ওকে নিজ বেডরুমে ডাকে । মহুরণ চমকে ওঠে । যেতে অস্বীকার করে ।

তার কিছুদিন পর থেকেই ওকে বাড়ি থেকে উৎখাত করতে উঠে পড়ে লাগে । বলে যে জেমা এখানে থাকেনা । ও জেমার গেস্ট । কাজেই ওকে এবার বাড়ি চাড়তে হবে । জেসমিন একসময় ড্রাগ্স্ ও অ্যালকোহলের খপ্পড়ে পড়েছিলো । জেমা ওকে

কাউন্সিলিং করিয়ে সুস্থ করে । কাজেই এবার হয়ত ও আবার ওসব শুরু করবে । তাই বুঝি কিছুটা অসহয় হয়েই মহুরণকে এই বাসা ছেড়ে দিতে হল ।

নিজের সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে সে গিয়ে উঠলো একটি হাইওয়ের ধারে এক টয়লেটে ।

টয়লেটটি খুব উঁচু একটা দুই ঘরের বাড়ির মতন । অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় । হাইওয়ের চওড়া চার, পাঁচ লেনের রাস্তা । তার দুদিকে সবুজ বন । হাল্কা বন । সেই বনের মধ্যে ঐ টয়লেট ।

এদিকে গাড়ি বেশি দাঁড়ায়না বলে টয়লেটে লোক খুব কম আসে । বেশি আসে লং ডিস্ট্যান্স চলা গাড়িগুলি । লরি, অয়েল ট্যাঙ্কার , পশু নিয়ে যাওয়া ভ্যান ইত্যাদি । এই টয়লেটে স্টিলের কমোড। আজব ভাবে জলের লাইন করা , কোনো ট্যাঙ্ক নেই । জল সোজা কমোড থেকে নালিতে চলে যাচ্ছে ।

বেসিন আছে । সপ্তাহে একবার লোক এসে সাবান , টয়লেট পেপার ভরে দিয়ে যায় ।

মহুরণকে এখানে বসবাস করতে দেখে ওরা অবাক হয় । বলে যে ও যেন সরকার বাহাদুরের কাছে আর্জি করে একটা বাসার জন্য ।

মহুরণ হাসে । ওরা বলে যে বসন্ত, হেমন্ত আর গরমে চলে যাচ্ছে। শীতের কবলে পড়লে হয়ত ও মারাও যেতে পারে ।

মহুরণের কিছু করার নেই । ও অত স্মার্ট নয় আর এইদেশের নিয়ম কানুন জানেনা যে গিয়ে গিয়ে সবার সাথে কথা বলে নিজের ব্যবস্থা করবে ।

আর লোকালয়ে থাকলে একরকম । এখানে আশেপাশে কোনো বসতি নেই ।

১ ঘন্টা হেঁটে খাবার খেতে যায় । সেখানে ওর করুণ অবস্থার কথা শুনে এক দোকানি ওকে কাজ দিয়েছে । হেল্পারের কাজ । তাতে মাসে কিছু টাকা পায় । তাই দিয়েই পেট ভরে ।

আর দৌড়ঝাঁপ করার মতন অর্থ ওর হাতে নেই ।

ওর নিজের গাড়িও নেই । আর এই রুটে ও কখনো যাত্রীবাহী বাস চলতে দেখেনি ।

কাজেই বাথরুমেই ওর বর্তমান জীবন কাটছে ।

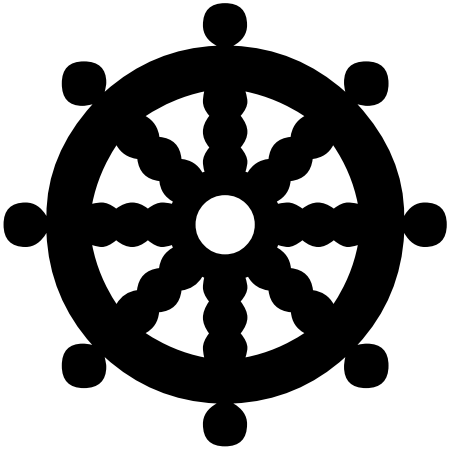

জেমার প্রাক্তন প্রেমিক ALY--গাল্ফ্ থেকে ফিরে এসেছে আর জেমার মনও অনেকটা ভালো হয়েছে । ওকে আর ঠগবাজ মনে হচ্ছে না কারণ ও হয়ত জেমাকে ইম্প্রেস করার জন্য নিজেকে ধনী বলে পরিচয় দিয়েছিলো ।

ব্যাঙ্করাপ্ট হয়েছে ব্যবসা ফেল করায় । এও ওর কাছেই শোনা । যাইহোক্ , জেমা এখন অনেক ভালো আছে । তবে ওর অসুখটা সারার নয় । হাড়ে পচন ধরে গেছে । হয়ত আয়ু আর বেশি দিন নেই । তবে শেষমুহূর্তে জেমার সেবা পেয়ে ও সুখী আর জেমাও খুশি ।

ওর বোন জেসমিন জানিয়েছে যে মহুরণকে ও তাড়িয়েছে । মহুরণ নাকি ওকে রেপ্ করতে গিয়েছিলো । শুনে অবাক যে হয়নি জেমা তা নয় কারণ ও যেই মহুরণকে চেনে সেই মানুষ এরকম করতে অক্ষম ।

তবে জগতে সবই হয় । কাজেই বিদেশে এসে হয়ত ওর মতিভ্রম হয়েছে । এখানকার মুক্ত সমাজ ওকে বিযুক্ত করেছে রক্ষণশীল মনোভাব থেকে ।

কে জানে ! জেসমিনকে ও বলেছে যে সে যা উচিৎ মনে করেছে তাই করেছে । কাজেই জেমা অখুশি নয় ।

জেসমিন বলেছে : একটা উটকো স্লামডগকে বাড়িতে এনে তোলা অনুচিত হয়েছে জেমার ।

জুতো জুতো-ই থেকে যায় । জুতো কখনো রেশমের কাপড়ে মোড়া নরম বালিশ হতে পারেনা ।

মহুরণ বদলে গেছে । বদলের নাম জীবন । জেমাও তো ওকে ফেলে গাল্ফ্ এর বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে মজেছে আবার । কাজেই আর যাইহোক জেমা ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেনা । জেমাই আগে শুরু করেছে এসব । ও মহুরণ পুরুষমানুষ । ওর তো জীবন চালানোর জন্য নারীর দরকার হতেই পারে । কাজেই জেমা ওকে খুঁজে বার করে অনুযোগ করার প্ল্যান করেনি । যেখানে গেছে যাক্ ।

ভালো থাকুক্ , সুস্থ থাকুক --ব্যস্ ।

ওকে এইদেশে এনেছে জেমা । তাই একটু দায়িত্ব থেকেই যায় । এই আর কি ।

মন্থরণের টয়লেটে তিনবার এসেছে এক ট্রাক চালক । নাম ইবন্ । সাথে ছিলো ওর ভাই ফাগ্ ।

ইবন্ আর ফাগ্ , দুজনে মিলে ট্রাক চালায় । জিনিসপত্র নিয়ে যায় এদিক থেকে ওদিকে । মালবাহী গাড়ি । মানুষ যখন বাসা বদল করে তখন ওরা তাদের মালবহন করে থাকে ।

নানান শহরে ঘুরলেও ওদের আদি বাড়ি উত্তরের কোনো এক শীত রাজ্যে । সেখানে নয়মাস বরফে সব ঢাকা থাকে । তিনমাস সূর্যের মুখ দেখা যায় ।

তখন ওরা সামান্য চাষ করে । পরে বরফের তলায় সব চাপা পড়ে যায় আর আবার গরমকাল এলে সবজি তোলে বরফ গলা মাঠ থেকে । বাড়িগুলো নাকি তাঁবুর মতন । প্রিজম আকৃতির ঘর ।

শীতে ওখানে নদী জমে যায় তখন সবটাই মাঠ মনে হয় । কুকুরে টানা গাড়ি , হেলিকপ্টার আর গরমকালে নানাবিধ নৌকো এইগুলো হল যানবাহন । হেলিকপ্টার খারাপ ঋতুতে চলেনা । মূলত: পাউরুটি আর দুধ ও কিছু ওষুধ সরবরাহ করা হয়- হেলিকপ্টারে করে ।

কেউ অত্যন্ত অসুস্থ হলেও এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের কাজ করে হেলিকপ্টার । কুকুরে টানা গাড়ি হল নিয়মিত বাহন ।

নৌকো চলে খুব কম সময় । তিনমাস মাত্র ।

আগে লোকে অভ্যস্ত ছিলো মাংসে । এখন লোকে সবজি খেতে শিখেছে বলেই সবজি আসে মূল ভূখন্ড থেকে সরকারি নিয়মে ।

এই উত্তরের শীত রাজ্যে থাকে ইবন্ আর তার ভাই ফাগ্ ।

ওখানে কেউ লেখাপড়া করেনা । কোনো স্কুল নেই । কলেজ নেই । সবাই মুখে মুখে গল্প বলে নিজেকে গরম রাখে । লোকে গান করেও শরীর গরম রাখে ।

সপ্তাহে তিনবার লোকে শিকারে যায় । মাছ ও মাংস সংগ্রহ করে আনে । পাড়ায় একটা বিরাট আলমারির মতন লোহার বাক্স আছে । সেখানে কিছুটা করে মাংস দান করা সামাজিক নিয়ম । যারা দৈহিক ভাবে অযোগ্য কিংবা অসুস্থ , তারা যেন ওখান থেকে নিজেদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে ।

মোট চারখানা পাড়া আছে এই উত্তুরে রাজ্যে । চারটি পাড়া বিচ্ছিন্ন । কেউ কাউকে চেনে না । কোনো

যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই সেই অর্থে । তাই এখানে নিয়ম হল যে লোকের সাথে দেখা হলেই তার সাথে ঘন্টাখানেক কথা বলতেই হবে । নাহলে অন্যরা বিরক্ত হবে আর সমাজে তোমাকে চিহ্নিত করা হবে অ্যারোগ্যান্ট হিসেবে । যাইহোক না কেন কথা চালিয়ে যেতে হবেই ।

নারী, পুরুষ -- সবাই নিয়ম করে শিকারে যায় ।

এক একজনের পরণে সাত-আটখানা মোটা মোটা পোশাক । সেগুলো ঘরের মাটিতে রাখা থাকে ।

মেয়েরা মাংস ও মাছ ধোয়া বাছা করে ও পুড়িয়ে খাবার বানায় ।

আজকাল সবুজ সবজি খেতে ওদের ভালোলাগে তাই সরকার একটা বিশাল গ্রীন হাউজ তৈরি করে দিয়েছে যেখানে অনেক অনেক সবুজ ও রঙীন সবজি চাষ হয় ।

এমনও রাজ্য এইদেশেই আছে যেখান নয়মাস বরফে সব ঢাকা থাকে তাই শুনে খুবই উত্তেজিত, মহুরণ ।

---স্নোগাম দেশের স্নো শহর । উত্তুরে বরফে ঢাকা শহর । চলো আমাদের সাথে । আমাদের বাড়িতে থাকবে । এখানে শীতকালে মারা পড়বে , এই লোকাল টয়লেটে । তাছাড়া বাথরুমে থাকা একটা লাইফ হল ?

চলো চলো , আমাদের সাথেই থাকবে তুমি ।

আমরা তিন ভাই । ফাগ্ ছাড়াও আমার আরো একটা ভাই আছে , তার নাম মাথাই । তুমি হবে আমাদের চার নম্বর ভাই ।

এইভাবে ডাকলে কি না বলা যায় ?? তাছাড়া ওরও একটা রাজ্য দেখা হবে যা সবসময়ই প্রায় বরফে মোড়া থাকে । ধূ ধূ প্রান্তরে সাদা , সফেদ বরফ ।

দিগন্ত যেন ঢাকা পড়েছে স্বর্গীয় সুধায় । তুষার জুড়ে কেবল মুগ্ধতা । নাহ্ এ দেখতেই হবে ।

তবে এখানে বাথরুম সেইভাবে নেই । কেমিক্যাল টয়লেট নামক এক জাতের বাথরুম আছে যেখানে রসায়ন দিয়ে মলমূত্রের দূর্বাস কমানো হয় ।

এই টয়লেটগুলো আবার নড়ানো যায় । সরানো যায় ।

উত্তুরে এই শীত রাজ্যের নাম স্নোয়ি । এখানে আজকাল নানান অপরূপ ফুলের দেখা মিলছে আর সবজিও হচ্ছে আপনমনে । কারণ সারা দুনিয়া জুড়েই বরফ গলছে । তাই এখানেও প্রচন্ড শীত কমে যাচ্ছে ।

সমস্ত বরফ গলে যাবার আগেই ইবন্ আর ফাগ্ , মহুরণকে নিয়ে যেতে চায় ---স্নোয়িতে ।

স্নোগামের উত্তরে বরফে ঢাকা প্রান্তর স্নোয়ি ।

মহুরণের লুলু গ্রামে ওরা গোবর শিল্প করে । লাঠির কাজ করে । আর ওদের মায়েরা সারাটাদিন বনে বাদারে ঘুরে খাদ্য হিসেবে চালানো যায় যে সমস্ত শাক সবজি সেগুলি তুলে এনে ভাজা করে কিংবা সেদ্ধ করে অল্প সর্ষের তেল ও নুন টুন দিয়ে মেখে খাবার বানায় । বড় একটা লাঠির দুইদিকে দুটি বড় ঝুড়ি লাগানো । সেই ঝুড়ি ভরে আনে সবুজ , সতেজ সবজি ।

মাঝখানে সরকার পক্ষ থেকে ঐ বুনো সবজি ও শাক আনাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করলো ।

ওগুলো বনবিভাগের মানে বনের সম্পত্তি ।

যা ইচ্ছে হয় তাই আর আনা যাবে না ।

স্নোয়িতেও নাকি আজকাল সরকার নানান নিয়ম চালু করেছে যার মধ্যে একটি হল ঐ লোকাল মানুষের মাংস রাখার আলমারি থেকে সবাই আর মাংস নিতে পারবে না । এবার থেকে টিকিট লাগবে , মাংস বার করার জন্য ।

মহুরণের মায়েরা যেমন নিয়ম করে শাক আনতে যায় সেরকম স্নোয়িতে , লোকেরা শিকারে যায় ।

পাখি হল সবচেয়ে সহজ শিকার ।

তবে এখানে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলেই কিনা জানেনা মহুরণ , কুকুরের পালের একটা ভয়ানক অসুখ হয় যখন ওদের তাজা, টাট্‌কা মাংস খাওয়াতে হয় । তবেই দেহে বল আসে । নাহলে ওরা মারা যায় । স্নোয়িতে কুকুর মরা অশুভ । কুকুরই ওদের প্রধান সখা । গাড়ি টানে , বরফে বন্ধুর মতন সঙ্গ দেয় আর ট্রেনিং পেয়ে ওরা বিশাল সেই আলমারি খুলে মাংসও আনতে পারে মোড়ের মাথা থেকে ।

স্নোয়িতে কেউ ধার্মিক নয় । ওরা নিজেদের পূর্বজদের , যারা মৃত --- তাদের আরাধনা করে থাকে । আর সারমেয় হল অসম্ভব জনপ্রিয় এক জীব । এখান এওরাও প্রায় মানুষেরই মতন শ্রদ্ধাভক্তি পায় নিজেদের কর্মের জন্য । বুড়ো হয়ে গেলে ওদের কেউ গুলি করে মারেনা এখানে । বরং আঅজর মতন কাছে রাখে । যৌবনের সাথী ওরা । সর্বসময় এর সাথীও বটে । সারমেয় ওখানে বিশেষভাবে আদৃত ।

এত কিছু শুনে তো মহুরণ এক পায়ে খাড়া , আরো শীতে মোড়া এক এলাকা দেখার জন্য !

কথা হল পরের ট্রিপে যখন আসবে ইবন্ আর ফাগ্ , তখন ওকে নিয়ে যাবে স্নোয়িতে । ওরা শহরে কাজ করে । লোকের মালবহন করে ওদের লরিতে করে ।

বিরাট , লম্বা লাল লরিখানা । বাইশ চাকার অপূর্ব লরি ! একটা লরি যে এত সুন্দর হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হতনা । মনে হয় ছুট্টে উঠে পড়ি !

এই লরির অংশ আবার খুলে ফেলা যায় । তখন ওটা একটা ছোট্ট অটোর মতন হয়ে যায় । এমনই প্রযুক্তি এর । বছরে চারবার বাসায় যায় ইবন্ আর ফাগ্ ।

তিনমাস পর পর । তবে শীতকালে ওদের স্নোগামের শেষ ফটকে লরি রেখে , কুকুরে টানা গাড়িতে করে বাড়ি যেতে হয় ।

ওদের মা মাংস পুড়িয়ে রাখে । সঙ্গে গ্রীনহাউজের আলু, কুমড়ো আর কফি । এখানে তিন রকমের বাঁধা কফি মেলে । চূড়ার মতন মাথা ,সেগুলোর ।

গাঢ় বেগুনি, সবুজ আর হলুদ কফি ।

স্লাইস করে কেটে ওরা পুড়িয়ে কিংবা সেদ্ধ করে খায় । স্নোয়ির মানুষ বলে :: শাকসবজি আমাদের এলাকায় নতুন তো তাই আমরা হাজার রকমের রান্না জানিনা । তবে শিখে নেবে আমাদের ছেলেপুলেরা ।

সার্থক প্রজন্ম, উত্তুরে উত্তরপুরুষ !

স্নোগামের স্নোয়ি রাজ্য ।

আলোবিহীন এলাকায় নতুন আলোর পরশ আর প্রথম, তাজা সবুজের স্পর্শে মনের গহীনে রংবেরং এর রং চয়ন --- খাসা দিন কাটছে স্নোয়ি অঞ্চলে ; বরফের তুফানে গড়া , অদ্ভুত ভালোমানুষদের ।

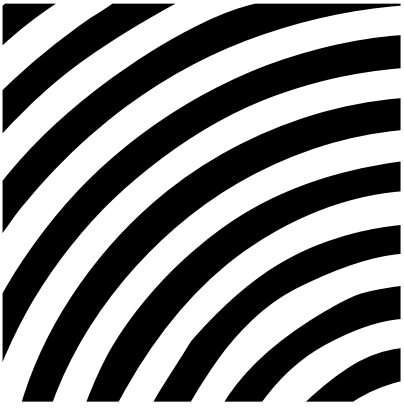

এইসব ভালোমানুষের দলে যোগ দিতেই স্নোয়িতে বাসা বাঁধা , মহুরণের । জেমাকে হারাবার দু:খ ভুলেছে নতুন দিনের আভায় । হয়ত জেমার সাথে আর কোনোদিনই দেখা হবেনা স্নোয়িতে ঘাঁটি গাড়লে ।

দেখা যাক্ । আপাততঃ মনটা জুড়ে আছে শীতল স্নোয়ি আর অজস্র খেটে খাওয়া প্রভুভক্ত কুকুর , যারা বুড়ো হয়ে গেলে পেনশান হিসেবে ফ্রিতে মাংস পায় প্রভুর আয় থেকে !

সারমেয়র এত সুন্দর, উপকারী স্বভাব দেখার পরেও কি ও জেসমিনকে বিচ্ কিংবা কুতিয়া বলে গালি দিতে পারবে ? স্বপ্নেও ???

একজন কিংবা দুজন মানুষকে দেখে পুরো পরিবারকে যেমন বোঝা যায়না সেরকম প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তাভাবনা থাকে , তাকে গায়ের জোরে বদলানো যায়না । কাজেই ফাগ্ ও ইবনের পছন্দের মানুষ হলেও ওদের পরিবার তাদের পৈত্রিক বাসায় মহুরণকে ঠাঁই দিতে অস্বীকার করলো । বিদেশিয়া এই ব্যাক্তিকে ওরা নিজের একজন করতে পারবে না বিশেষ করে ওদের নিজেদের জাত, কূলের কেউ যখন সে নয় ।

ইবন অনেক বোঝালো যে একটি অসহায় মানুষ এই পরবাসে একটি টয়লেটে থাকছে তাই দেখে ওদের একটুও দয়া কেন হচ্ছে না । ওরা মত বদল করার বান্দা নয় কাজেই বললো যে এই দেশে সরকার অনেক সাহায্য করে তাই ও সেখানেই গিয়ে হাত পাতুক ।

আর কত লড়বে ইবন্ ও ফাগ্ ? তাই সব যুদ্ধের শেষ করে কাঁচুমাচু মুখে মহুরণকে বললো :: বন্ধু (এই স্নোগাম দেশে- অপরিচিত লোককে অন্যরা বন্ধু বা মেট বলে সম্বোধন করে থাকে) খুবই দু:খের সাথে

জানাচ্ছি যে আমাদের পরিবারে তোমাকে গ্রহন করতে চাইছে না কাজেই তোমাকে অন্য বাসস্থান খুঁজে নিতে হবে অথবা সেই বাথরুমে তোমাকে আমরা দিয়ে আসতে পারি ।

মহুরণ কী আর বলবে ? বুকের ভেতরে অসম্ভব কষ্টের কষ্টিপাথর নড়াচড়া করছে ।

দমবন্ধ হয়ে আসছে , কেউ যেন ওর শ্বাসনালি চেপে ধরেছে । একটা ভরসা ছিলো সেই অখ্যাত বাথরুম ! এখন তাও গেলো । কী করে এতদূর থেকে এত জিনিস নিয়ে সে ওখানে যাবে আর গেলেই কি আর জায়গা পাবে ? হয়ত অন্য কোনো অভাগা ওখানে স্থায়ী বাসিন্দা হবার চেষ্টায় আছে !

টয়লেটে থাকতে থাকতে দূর্গন্ধ আর লাগতো না । বারোয়ারি বিষ্ঠা পরিস্কার করে খেতে বসতো রাতে, কিনে আনা সস্তার বার্গার কিংবা চাউমিন ।

লুলু গ্রামে যখন ছিলো তখন হয়ত ওরা গরীব ছিলো কিন্তু মলমূত্রের সাথে বসবাস করতো না । এক চিলতে কাপড়ে ঘেরা বাথরুম ছিলো । মাটির রসুইঘরে গোবর লেপে তার মা রান্না করতো । গরম ভাত এক খাবলা আলু সেদ্ধ সর্ষের তেলে মাখা , তাই দিয়ে খেতো । কিন্তু মলমূত্রের লেশ মাত্র ছিলো না ।

Information ::: (internet)

Having a bad day at work? Pity this man who cleans, eats and sleeps in a public toilet in India… for £70 a month

- Premraj Das moved to Delhi three years ago in search of a better life
- Took a job as a security guard for public toilets in city after spate of thefts
- Father-of-three prepares his meals, eats and sleeps in the conveniences
- Earns £70 a month and enjoys meeting up to 400 people a day who come in
- Mr Das is one of at least three men known to live and work in Delhi toilets-------!!!

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3059385/Man-cleans-eats-sleeps-public-toilet-India-70-month.html

স্নোগাম তো বিদেশ ! এখানে বাথরুমে থাকা বেআইনি । কেউ এখনও ওর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়নি তাই ও বেঁচেবর্ত্তে ছিলো । এবার ফিরে গেলে যদি ওকে এই ব্যাপারে গ্রেফতার করে তখন কী হবে ??

নানান চিন্তা ঘুরছে মাথায় ।

কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না । বরফ দেখার জন্য সুখী গৃহকোণ ছেড়ে এই অপরিচিতা নারীর সাথে সে স্নোগামে আসে । খুবই বোকামি করেছে তা বুঝতেই পারছে । এখন জেমাও নেই , জেসমিন হল এক কুপ্রস্তাব দেওয়া নারী আর এইদেশে মহুরণের থাকারও কোনো আস্তানা নেই ।

ওর মনে হয়েছিলো যে জেমা ওকে বুঝেছে । ওর কাঠ কাটা ও গাছের ডাল ছুলে লাঠি বানানো এই **কঠিন বাইরের আস্তরণটা** দেখেও অন্তরের মহুরণকে সে চিনতে পেরেছে । আসল মহুরণ যে কে সেটা বুঝেছে । কিন্তু জেমার পূর্ব প্রেমকে না ভুলতে পারা আর সেখানে ফিরে যাওয়া কোনো ঠিকানা না রেখে- তেমন আজব ঘটনা মনে না হলেও জেসমিনের ,ওকে এইভাবে তাড়িয়ে দেওয়াতে কোনো প্রতিবাদ না করা খুবই অদ্ভুত । এমনটা আশা করেনি ।

এখন এই বিদেশ বিভূঁইয়ে সে যায় কোথায় ?

কী করে ?

দিগন্ত ঢাকা কালো পর্দায় । কোনো আলোর বিচ্ছুরণ নেই । নেই পথভুলেও বর্ণালির - এইদিকে চলে আসা ।

তবুও যেন কিছু একটা স্পর্শ করলো ওর চেতনাকে ।

এই এলাকায় দিচি নামে এক জাতের মহিলা বসবাস করে । ওরা লোকাল মানুষই বটে তবে অবিবাহিতা কিংবা বিধবা । ওরা জোট বেঁধে থাকে । অনেক দিচি স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্য মহিলাকে বিয়ে করে । এটাই ওদের রীতি । সেই মহিলা বিধবাও হতে পারে অথবা অবিবাহিতা । ওরা দুজনে মিলে সংসারের হাল ধরে ।

এরা কিন্তু সমকামী নয় । মেয়েরা , মেয়েদের বিয়ে করে । একটি আধুনিক, মুক্ত সমাজ । সমান্তরাল সমাজ । এখানে মেয়েরাই রক্ষক । পুরুষ ভক্ষক না ।

দিচি একটা নতুন কমিউনিটি , ওদেরই দেশে । ওদেরই এলাকায় । নিজেরাই তৈরি করেছে কারণ জীবন এখানে অসম্ভব কঠিন !

একার পক্ষে সংসারের হাল ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব ।

তাই মহিলারা মহিলাদের বিয়ে করে । আজকাল অনেক মহিলা নাকি গোঁড়াতেই অন্য মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে । দুজনে মিলেমিশে থাকে ।

নেই মেয়েলি হিংসার ব্যাপার অথবা পুরুষবিহীন জীবনের অঢেল সমস্যার কোনো কণা ।

লোকবল বাড়ে অন্য একজনের আবির্ভাবে ।

দিচি এক মহিলা তার বয়স কত কেউ জানেনা । গাল তুবড়ানো, চামড়া কুঁচকে গেছে , কানের দুল পরে পরে লতিতে এত্তো বড় গর্ত্ত ! সেই বৃদ্ধা দিচি মহুরণকে শুধায় :: আমাদের মেয়েদের সাথে থাকতে পারবে তো ? তুমি শক্তপোক্ত আছে দেখছি । ঘরের

কাজ , শিকার , কুকুরকে হাঁটতে নিয়ে যাওয়া , মাংস পোড়ানো করতে পারবে ?

শুনেছি তুমি নাকি লাঠি বানাতে গাছের ডাল কেটে । এখানে কাঠ দিয়ে আমরা আগুন জ্বালাই । লাঠি বানাই না তোমার মতন । আমরা বরফে হাঁটি , পাহাড়ে উঠি সবই নিজেরাই । লাঠির ভরসায় নয় ।

তুমি যদি আমাদের সংসারে গতর খাটাতে পারো তাহলে আমাদের বাসায় তোমার জন্য জায়গা আছে । সারাটা জীবন এখানেই থাকতে পারবে ।

আর এখানে বছরে দুবার আমরা একটা উৎসব পালন করি । আত্মার উৎসব । **Halloween** ---

বলতে পারো । মৃত ব্যাক্তিদের আমরা স্মরণ করি । এর ভেতরে পশুপাখিও পড়ে । আমাদের ছোট সাইজের ঘোড়ায় চড়ে আমরা বিভিন্ন এলাকায় যাই , ভয় দেখাই, খাইদাই , নাচিকুঁদি ইত্যাদি । (এখানে ঘোড়ার সাইজ অনেক ছোট তাই ওকে বাচ্চা ঘোড়া বা পনি বলে আর লোকে চড়তে ভালোবাসে--- ছোট আকৃতির জন্য) ।

তুমি যদি মুখটা ছুরি দিয়ে বিকৃত করে নিতে রাজি থাকো তাহলে বছরে দুবার আত্মা উৎসবে তুমি ভয় দেখানোর মুখ্য ভূমিকায় থাকবেই থাকবে ।

তোমাকে আমরা আঁঠা, নকল লোম,বড় নকল দাঁত আর মোটা ভ্রূ /কেশ -লাগিয়ে আরো ভয়াল করে তুলবো । তুমি কিশোরদের ওরকম বানাবে । ওদের ট্রেনিং দেবে । ওদের ভেতরে অনেকেই বড় হয়ে মেন রোল নিতে চায় বলে কৈশোরেই মুখে জখম করে মুখটা ভয়াবহ করে নেয় ।

ভেবে দেখো তুমিও সেরকম কিছু করতে রাজি থাকলে তোমার এখানে থাকা কেউ আটকাতে পারবে না ।

বরফের নীল গুহা আর সেখানে নানান প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট স্থাপত্যের মধ্যেও কাজ করতে হবে । ভয় দেখানোর । জমে যাওয়া ঝর্ণা আর বরফের গোলায় ভরা নদীর রূপালি, চকচকে পাড়ে তোমাকে হাঁটতে হবে । এগুলি নিয়মিত অভ্যাসের কারণে তুমি রপ্ত করেই ফেলবে ।

----সবই রপ্ত করে নেমে মহুরণ । বদলে সারাজীবন একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে যাবে । এরা সবাই লোক ভালো । কাজেই অসুবিধে হবার কথা নয় । এদের সমাজ হয়ত সাংঘাতিক ধনী মানুষের সমাজ নয় কিন্তু এখানে ঊষ্ণতা আছে । আছে প্রাণের স্পন্দন--!

চারপাশে জমে যাওয়া নিদারুণ বরফে ।

স্নোয়ি নামেই শীতল আসলে অন্তরে বয়ে চলেছে হট স্প্রিং । ফল্গুধারার মতন ।

নিজেকে আবার বদলে নেবে মহুরণ । ক্ষতি কি ?

আগে গাছের ডাল কেটে ; তাকে ছুলে , ঘষে মিহি করে বানাতো লাঠি । এখন নিজের মুখটাকে ছুলে , ঘষে বানাবে অন্য মুখ । সেই মুখবিবরেই লুকানো আছে পরবর্ত্তী জীবনের পথ চলার হদিস্ !

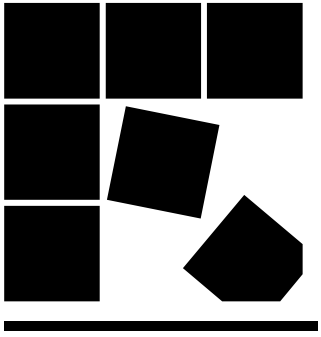

Information—Internet.

Straight women in Tanzania marry each other in order to keep their houses-----

'Nobody can touch us. If men tried to take our property or hurt us, they would be punished. All the power belongs to us'

---

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/straight-women-kurya-tanzania-africa-married-property-domestic-violence-fgm-a7162066.html

ইবন্ আর ফাগ খুব খুশি হয়েছে । মাত্র এই কদিনের পরিচয়ে এত গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়া সত্যি মজার ব্যাপার । কাজেই ওরা বলে ওঠে , একযোগে :: রাজি হয়েই যাও মহুরণ । আমরা এখানে বছরে কয়েকবার আসি আর তুমি থাকলে আরো বেশিবার আসবো ।

কাজের শেষে সবাই মিলে গনগনে আগুনের তাপ নিতে নিতে দেশ বিদেশের গল্প করবো । তুমি আমাদের শোনাবে দিচি মানবী , যাদের আমরা শ্রদ্ধা করি আত্মসম্মান আর মনের জোরের জন্য তাদের গল্প নতুন করে তোমার কাছে শুনবো ।আর তোমাকে পাবলিক টয়লেটে থাকতে হবেনা । এখানে গোটা বাড়ি শুধু নয় পাবে অনেক ছানাপোনা আর দিচি রমণীদের স্নেহ ও ভালোবাসা প্লাস গরম গরম চা আর দুধ !

বড় বড় চওড়া কাপে, ইতিমধ্যেই পান করেছে মহুরণ, বাটার নুন চা । যাকে এরা বলে ফ্রাচা । অনেকে কাপের হাতলটি উল্টোদিকে ধরে আছে আর চা খাচ্ছে-

প্রচুর মাখন আর নুন সমৃদ্ধ এই চা মানুষ একবারে খায়না । ক্রমাগত পান করে আর ভরে নেয় পেয়ালা । এতে দেহে বল আসে আর মেজাজ ভালো হয়ে যায় ।

মাইনাসে যখন তাপমাত্রা ঠিক তখনই মোটা তাঁবুতে , লক্‌ড়ি জ্বালিয়ে এরা মাখন চা পান করে নিজেদের ও শিশুদের গরম রাখে ।

প্রকৃতির মাঝে এইভাবেই বেড়ে ওঠে অক্ষর বিহীন এই জাতি । যাদের নিজেদের সমস্ত কৃষ্টি কালচার বয়ে চলে মুখে মুখে । শ্রবণের মাধ্যমে ।

এদের মধ্যে দিচিরা বিশেষ সম্মান পায় । অনেক ক্ষেত্রেই তারা বোদ্ধা বলে সমাজের নানান সমস্যার সমাধানও করে । এই জাতির মধ্যে অবিবাহিতা মেয়ে নিয়ে কোনো বাপ্‌ মায়ের চিন্তা নেই । মোটে বিয়ে না হলে সে কোনো না কোনো দিচির অধীনে চলে যাবে । অনেক সময় একই দিচি বেশ কয়েকটি বৌ রাখে । সেই গোষ্ঠিতেই এই ধরণের পাত্র না মেলা মেয়েদের দেখা যায় । দিচিরা সমাজ সংস্কারকও একভাবে ।

প্রচন্ড বরফে ঢাকা এই ভূমে এরকমই জীবন ।

ভারতের গ্রামীণ মাঠেঘাটে বেড়ে ওঠা মহুরণ , যে কেবলমাত্রে বরফ দেখা জন্য পা বাড়িয়েছিলো নিজের গ্রামের বাইরে ; অচেনা দিগন্তে জেমার হাত ধরে সেই যেন আজ স্থায়ী ঘর পেলো এই আজব দিচি আঙিনায়

। যেন শত শত যুগ ধরে এই প্রাণহীন বরফ প্রান্তর অপেক্ষা করে ছিলো মহুরণ স্পর্শের ।

তাই ওরা আজ বরফ থেকে মহুয়া কোঠি হল ।

দিচি রমণীর তাঁবুকে মহুরণ , মহুয়া কোঠি বলে ডাকতে শুরু করলো । কোঠি নেশা ধরায় ।

অনেক দূরের এই অঞ্চল ও তার মধ্যে মানুষগুলি সবাই মহুরণের লুলু গ্রামের চেনা মানুষের মতনই ।

চেনাছকের বাইরে কেউ নেই ----!!! একই মুখোশে ঢাকা এই অপরূপ , আদিম লোকালয় ।

বয়স্ক, দিচি মহিলারা ওর মায়ের মতন, যুবতীরা বোনের মতন আর ফাগ্,ইবন্ এরা সবাই ওর বন্ধুর মতন । প্রতিটি পদক্ষেপ ওর চেনা কেবল মানুষগুলির নাম ও জাতিগুলো আলাদা ।

কিছুই যেন হারায়নি ! অভিজ্ঞতা অনেক হয়েছে তবে মধুর সমাপ্তি । রিস্ক্ নিয়েছিলো জেমার হাত ধরে , রিস্কি জীবন হয়েছিলো তাই টয়লেটে থেকেছে আবার

এখন নতুন রিস্ক নিয়েই যেন ভেসে যাচ্ছে আনন্দে । আরেক ধরণের জীবন যাপনের আশায় । নেশায় ।

একই জীবনে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে মহুরণ ।

যেন সাতজন্ম একবারেই ভোগ করে নিলো ।

নানান ঘটনার ঘনঘটা , তিক্ত ও সুমধুর সব অভিজ্ঞতা আর প্রচন্ড খাড়া পাহাড়ি পথে চলার সাহস বুকে নিয়ে বেঁচে রইলো একটাই জীবনে সহস্র বরষের তারাদের মতন ।

কৈশোর থেকে শীতল আবহাওয়া আর বরফ দেখা নেশায় পেয়েছিলো মহুরণকে ।

সেই নেশা ওকে টেনে এনেছে পাহাড়ি এই শীতল , সফেদ , হিমবাহ রাজ্যে ।

এখানে পথেঘাটে গোবর দেখা না গেলেও ও বিস্মিত হয়নি । সেই অংশটুকু ঢাকা পড়ে গেছে সারমেয়র বিষ্ঠায় ।

সবই এক তাই লুলুগ্রামকে এখানে সে মিস্ করেনা ।

ফিজিক্যালি আর লুলুতে না গেলেও মনে মনে যায় ।

মনে মনে ঐ গ্রামীণ মানুষের সারিকে শুভকামনা জানায় । ওদের সাথে গল্প করে । এইসব মানুষের মধ্যেই ওদেরও খুঁজে পায় মহুরণ ।

যখন ছোট ছিলো তখন মনে হত বাবা/মা মরে গেলে কী হবে ? আর এখন জীবন এতই লম্বা হয়ে গেছে যে বাবা ও মায়ের কথা মনে পড়ে কম ।

মানুষের কেন্দ্র বদলে যায় । একসময় দেহ চলে যায় । পরে কোনো না কোনো আআ উৎসব হয় ।

আবার কেন্দ্র বদলে আআ নতুন দেহ ধারণ করে ।

কেউ মরেনা , কিছু ফুরায় না । শুধু পরিস্থিতি আর এলাকা বদলে যায় ।

তাই পরে হয়ত আবার কখনও কোনো রিস্ক নিয়ে বেরিয়ে পড়বে জন্মভূমের দিকে । হাড়কাঁপানো এই শীতভূমি ছেড়ে ! আআ উৎসবের পরে ; দিচি মহিলাদের সাথে নিয়ে কিংবা না নিয়ে ।।।

নীল বরফের গুহা, বরফের রূপালি গোলা, বরফ নদী , বরফ ঢাকা অপূর্ব বনবনান্ত ও নগর---

অনেক বরফ তো দেখলো । এবার একটু তাজা সবুজ চাই। জীবনে চলতে গেলে সবই লাগে ।

সবুজ, লাল, ধূসর, সোনালী ; আর শেষকালে আত্মা উৎসব ----------!!!

The End

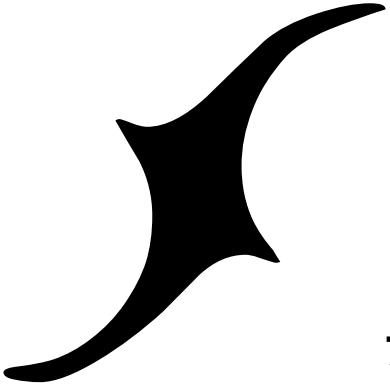

সমাপ্ত